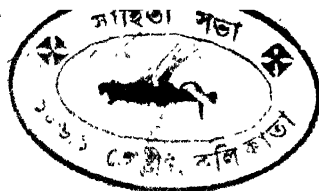


ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।



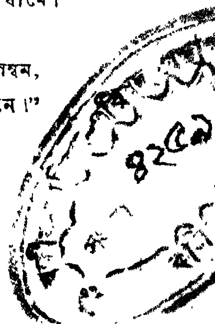
"দিনান্তে নিশান্তে কর, তাঁর নাম সঙ্কীর্ত্তন,
নামে মুক্তি হবে, শান্তি পাবে, যাবে আনন্দ ধামে।"

* * *

"এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপির অবলম্বন,
এ নাম নগরবাসি, ঘরে ঘরে গাও আনন্দ মনে।"

দ্বিতীয় সংস্করণ।





কলিকাতা।

১৮০৯ শকাব্দে

ইণ্ডিয়ান মিরার প্রেস।

সূচী পত্র।



ব্রহ্ম সংগীত।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল চৌতাল।

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম, দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।

জ্যোতি যাঁর গগণে গগণে, কীর্ত্তি ভাতি অতুল ভুবনে, প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নব রাগে।

যাঁর নাম পরশ রতন, পাপ-হৃদয় তাপহরণ, প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপ ভকত হৃদয়ে জাগে; অন্তহীন নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁর হয় অপার, যাঁর শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে॥ ১।

রাগিণী ঝিঁজিট।—তাল ঠুংরি।

গাও রে জগপতি জগবন্দন, ব্রহ্ম সনাতন পাতক নাশন।

এক দেব ত্রিভুবন পরিপালক, কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।

সেবক মনোমদ মঙ্গলদাতা, বিদ্যাসম্পদ-বুদ্ধিবিধাতা; যাচে চরণ ভকত করযোড়ে, বিতর প্রেম সুধা চিত্ত-চকোরে॥ ২।

রাগিণী ঝিঁজিট।—তাল ঠুংরি।

কর তাঁর নাম গান।

যত দিন রহে দেহে প্রাণ।

যাঁর হে মহিমা, জ্বলন্ত জ্যোতি, জগত করে হে আলো; স্রোতঃ বহে প্রেম পিযুষবারি সকল জীব সুখকারী হে।

করুণা স্মরিয়ে, তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি; যাঁর প্রসাদে, এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।

উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে; অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।

চেতন নিকেতন, পরশ রতন সেই নয়ন অনিমেষ; নিরঞ্জন সেই যাঁর দরশনে, নাহি রহে দুঃখ লেশ হে॥ ৩।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

তাঁর গুণে পূর্ণ জগত।

ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মহিমা, প্রকাশে জগত তাঁর মহিমার কণিকা।

যাঁহার করুণা বলে, বাঁচিতেছে ক্ষুদ্র কীট; ভুবনপালক, দয়াল, দুর্ব্বল-বল, তিনি রাজ-রাজা।

চারিদিকে তাঁহার দয়া, তাঁহার করুণা বহিছে অনুক্ষণ শোণিত ধারে নিশ্বাস বায়ুতে ; তাঁহার করুণা, করে আনন্দ বিস্তার, করে জ্ঞান, অভয় দান, পাপে ত্রাণ, তাপে শান্তি-নীর ॥ ৪ ॥

রাগিণী ঝিঁজিট।—তাল ঠুংরি।

মন ভাব রে দয়াময় পদ হৃদি মাঝে।
ভক্তিভরে কর পূজা সে চরণ পঙ্কজে।

দেখ সরল অন্তরে বারেক চাহিয়ে, হৃদয় মন্দিরে সেই মহা প্রভু বিরাজে।

রসনায় কর তাঁর নাম সংকীর্ত্তন, মধুর দয়াল নাম কর সদা শ্রবণ ; করযুগে কর সদা সে চরণ সেবন, নয়ন ভরিয়ে দেখ হৃদয়ের রাজে।

বিনিত শান্ত ভাবে, বসিয়ে নির্জ্জনে, ভুবন মোহন রূপ দেখ যোগ ধ্যানে। ভক্তি যোগে অনুরাগে হয়ে প্রেমে মগ্ন, পান কর মকরন্দ বিভু চরণসরোজে ॥ ৫।

রাগিণী জয় জয়ন্তী।—তাল আড়া।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান।

ভুল না তাঁহারে মন ভুল না কখন।

রোগ শোক পাপ দুঃখে, তিনি হে থাকেন সম্মুখে, ছাড়িয়ে দুর্ব্বল সুতে, নাহি করেন গমন।

হৃদয় কবাট খুলি, ডাক তাঁরে পিতা বলি, দাও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন॥ ৬।

রাগিণী আশা।—তাল ঠুংরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, গায় সকল জগত-বাসী।

প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণ নিধান, পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী।

না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি; ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।

রবিচন্দ্র পরে, জ্যোতি তোমার হে, আদি জ্যোতি কল্যাণ; জগতপিতা জগতপালক, তুমি সর্ব্ব মঙ্গলের নিদান॥ ৭।

রাগিণী আশা।—তাল ঠুংরি।

বিষয় সুখে মন তৃপ্তি কি মানে।

তব চরণামৃত, পান পিপাসিত, নাহি চাহি ধন জন মানে।

হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর পাদ কমল মধু পানে; না চাহি অপর কিছু, মধুকর ত্যজি মধু চায় কি সে জল পানে।

সেই তব সুবিমল প্রেম মুখ চ্ছবি, নিরখি নিরখি অনিমেষে; সফল করিব প্রভু, নেত্র যুগল মম, পাশরিব ভয় দুঃখ ক্লেশে।

অনুদিন গাইব ভগবদমল যশ, কোমল সুমধুর তানে; মিলিবে সে ফল তাহে, কভু নাহি মিলে যাহা, দুঃসহ তপ জপ দানে।

পলভর না ছাড়িব. তোমার সে শ্রীচরণ, তুমিও রাখিবে তব দাসে; তব সহবাস সুখে রহি নিশি দিন, না গণিব ভববন বাসে।

পরিহরি বিষময় বিষয় প্রলোভন, অনুচর রব তব পাশে; হৃদয় থাল-ভরি, প্রীতি কুসুম লয়ে, পূজিব নিত্য মহেশে।

পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব, অক্ষত

রিপুর প্রহারে; তব করুণাতরী, করি অবলম্বন, যাব ভবার্ণব পারে।

জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু, নির্ভয় হইব সখা হে; মঙ্গল কার্য্য তোমার সমাপিয়ে, সহজে ত্যজিব এই দেহে ॥ ৮ ॥

রাগিণী আলেয়া।—তাল আড়া।

তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন।

নিরখি জুড়াই নাথ যুগল নয়ন।

গগনথালে কেমন, দীপরূপে অনুক্ষণ, শোভিছে শশীতপন হৃদয়রঞ্জন; মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়, মরি কিবা শোভা পায়, হে ভবভয়-ভঞ্জন।

ধূপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ, করে চামর ব্যজন, হে, বিশ্বকারণ; বন উপবন যত, পুষ্প দেয় অবিরত, বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন ॥ ৯ ॥

রাগিণী হাম্বির।—তাল মধ্যমান।

তুমি জ্ঞান নিকেতন, সর্ব্বশক্তি গুণাকর, অচিন্ত্য রচনা এই নিখিল জগত তব।

কি আকাশে কি ভূতলে, কি সাগরে কি অচলে, চরাচর এক শৃঙ্খলে, ধরেছ হে সর্ব্বাধার।

ঘূর্ণিত তারকাগণ, মধ্যেতে স্থির তপন, ভীম আকর্ষণ সূত্রে নিবদ্ধ সকল; অদ্ভুত কৌশল ক্রমে, ভ্রমিছে যথা নিয়মে, ভূকম্প ঝটিকা বজ্রে, তিলেক নাই ব্যভিচার।

অসীমশক্তি কৌশলে, বায়ু অগ্নি ক্ষিতি জলে, পরস্পর মনোহর, সংযোগ বিধান; সচল অচলে জড়িত, জড় চৈতন্যে মিলিত, জীবনে নাশের বীজ, নাশে জীবন সঞ্চার।

দশদিক্ জলস্থল, অসীম নভোমণ্ডল, সূক্ষ্ম স্থূল প্রাণীপুঞ্জে পরিপূর্ণ সব; প্রত্যেকের জননী হয়ে, বসে আছ কোলে লয়ে, যার যেই প্রয়োজন, যোগাইছ অনিবার।

কালের প্রবাহ কিবা, ক্রমাগত রাত্রি দিবা, ঋতু শ্রেণী পুনঃ পুনঃ করে গতায়াত; এই ভাবে অনন্তকাল, এই সংসার বিশাল, হতেছে অতিবাহিত, ইচ্ছায় নাথ তোমার ॥ ১০ ৮

রাগিণী খট্। তাল একতালা।

ধন্য দেব পূর্ণ ব্রহ্ম, প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু, দয়া-সিন্ধু করুণানিধি ব্যাকুল চিত বারি হো।

ভগবজ্জন, হৃদি ভূষণ, পাবন জগজীবন, প্রভু পরম শরণ, পাপীগতি, আশ্রিত ভয়হারী হো।

অচ্যুত আনন্দ ধাম, সত্যাশ্রয়' সত্যকাম, জাগ্রৎ জীবন্ত দেব সেবককাণ্ডারী; জ্ঞানানল দীপ্যমান, হৃদাধার হৃদয়েশ্বর হিত-কারণ হরি কৃপালু ভকত মন বিহারী হো।

অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ, ভগবান্ ভক্তবৎসল কল্যাণ অমর বিশ্ব ভুবনধারী; জীবিতেশ হৃদয়

রতন, পরমায়ন সত্য পুরুষ, সদানন্দ জগদাত্মক জগজ্জন হিতকারী হো ॥ ১১ ।

রাগিণী ঝিঁজিট।—তাল ঠুংরি।

অনাদি কারণ (তুমি হে), জগতজীবন। তোমার অধিষ্ঠানে,জীব জন্তুগণে, সুখে করে জীবন ধারণ; সর্ব্বমূলাধার, ইচ্ছায় তোমার, ব্রহ্মাণ্ড হতেছে শাসন।

সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানময়, জানিছ সমুদায়, ভূত ভবিষ্যৎ দেখ বর্ত্তমান; হে অন্তর্যামী, সর্ব্বদর্শী তুমি, জাগ্রৎ জীবন্ত চেতন।

অসীম অনন্ত, গম্ভীর প্রশান্ত, অপার অগম্য সর্ব্বশক্তিমান্; মহিমা অপার, ব্যাপ্ত চরাচর, বর্ণিতে সাধ্য কার তব গুণ।

হে আনন্দময়, সুখের আলয়, অমৃত শান্তির

প্রস্রবণ; প্রেমের সাগর, সুধার আধার, কত আনন্দ কর বিতরণ।

মঙ্গলময় পিতা, দয়াময় সিদ্ধিদাতা, অনাথের নাথ দীন-শরণ; মাতৃস্নেহ গুণে, পালিছ জগজ্জনে, সন্তানবৎসল বিঘ্নবিনাশন।

তুমি একাকী নাথ,সর্ব্বত্র বিরাজিত, অনন্ত আকাশ তব সিংহাসন; একমাত্র অদ্বিতীয়, উপমা নাহি কোথায়, ভক্তজন মনোবাঞ্ছা কর পূরণ।

হে দেব জ্যোতির্ম্ময়, পুণ্যের আলয়, নির্ম্মল পতিত জন পাবন; আমি হে পাপমতি, করি ও পদে প্রণতি, রেখ নাথ শ্রীচরণে চিরদিন॥ ১২ ।/৮৪

রাগিণী বাহার।—তাল একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেমআননে।
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।

অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন, যায় জগত ছা-ড়িয়ে, তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে ; ভকত হৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে ।

তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে, উথলে হৃদয় নয়নবারি রাখে কে নিবারিয়ে ; জয় করুণাময়, জয় করুণাময়, তোমার গুণ গাইয়ে, যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমার কর্ম্মসাধনে ॥ ১৩ ।

রাগিণী মল্লার ।—তাল আড়া ।

পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি নাথ,
হৃদয় দহিছে সদা জ্বলন্ত অনলে হে ।

মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ পথ পরিহরি,
কেমন প্রলব অরি, ছাড়ে না আমায় হে ।

কোথা হে দীন-শরণ, কর কর কর ত্রাণ,
দরশন দিয়ে পাপ যাতনা ঘুচাও হে ॥ ১৪ ।

রাগিণী সোহিনী বাহার।—তাল আড়া।

করিয়ে অশেষ পাপ, সহিয়ে হে মনস্তাপ,
অসাড় করেছি হে নাথ এই পাষাণ হৃদয়।
রাশি রাশি পাপ স্মরি, তবু পাপ কার্য্য করি,
জাগে না এ অন্ধ মন পাপে অচেতন।
তুমি বিশ্বে বিদ্যমান, সর্ব্বত্র আছ সমান,
তথাপি দেখি না হে নাথ, মোহে অন্ধ অনুক্ষণ।
তোমার করুণা ভিন্ন, উপায় না দেখি অন্য,
পাপেতে ডুবিয়ে মরি, রাখ রাখ হে ঈশ্বর॥ ১৫।

রাগিণী ভৈরব।—তাল একতালা।

পিতা গো পিতা গো দেখ সন্তানে।
পাপেতে কাতর অতি হতেছি দিনে দিনে।
সহিতে না পারি আর, হৃদি হল জর জর,
ধর পিতা কোলে কর, যাতনা সহে না প্রাণে॥ ১৬।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

চেয়ে দেখ নাথ একবার এ অধম সন্তানে।
পাপে তাপে জর জর, ত্রাণ কর ছায়া দানে।
তুমি বিনা বল আর, কে করিবে নিস্তার, কে তারে কাতরে ওহে কাতর-শরণ; আছি শত দোষে দোষী তবু তোমারি সন্তান, দয়া গুণে ক্ষমা কর এ শরণাগত জনে॥ ১৭।/৮

রাগিণী সিন্ধু।—তাল মধ্যমান।

আমার এই বাসনা কর হে পূরণ।
ওহে অনাথ-নাথ অধম-তারণ।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমারে দেখি, হৃদয় মন্দিরে সদা দাও দরশন।
না চাহি বিষয় সুখ, চাহি তব প্রেম মুখ, তা হলে যাইবে দুঃখ, আনন্দে হব মগন॥ ১৮।

রাগিণী ছায়ানট।—তাল আড়া।

সঁপিলাম নাথ, প্রাণ মন আজি তোমার মঙ্গল চরণে।

জেনেছি জেনেছি নাথ, মঙ্গলদাতা পিতা পাতা সুখদাতা, নাহি আর তোমা বিনা।

ধর হে ধর হে নাথ, এই অধম সন্তানে, লও হে অভয় দাতা, তব শান্তি নিকেতনে ॥১৯।

রাগিণী টোড়িভৈরবী।—তাল একতালা।

কোথা হে কোথা হে কোথা নাথ দয়াময়।
কত আর দুখার্ণবে ভাসিব হে নিরাশ্রয়।
কবে পাব তব চরণ, বিষাদে দহে জীবন,
হৃদি কাঁদে অনুক্ষণ, নাহি হেরে হে তোমায় ॥ ২০।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

জানিতেছ হৃদয় বাসনা নাথ !

কি আর বলিব, ও হে অনাথ-শরণ,
দেও শ্রীচরণ, সন্তানে করি করুণা।

ও পদ সেবনে, কাটিব জীবনে, তোমারি মননে নিয়োজিব মনে ; তব গুণ গানে রাখিব রসনা বাসনা করেছি এই ; তবে কেন পাপ পথে অবিরত, ধায় মম দুষ্ট পাপ চিত নাথ ; হল একি দায়, না দেখি উপায়, বিনা তব করুণা ॥ ২১।

রাগিণী বিভাস।—তাল তাল আড়াঠেকা।

তোমা বিনা কে বুঝিবে মনোবেদনা।

কারে কব কে আছে আর সংসার মাঝে।

উৎকণ্ঠিত ভয়াকুল, অনুক্ষণ আছে হৃদয়,
সন্তানে করুণা করি কর কর অভয় দান ॥ ২২।

রাগিণী পরজবাহার। তাল কওয়ালি।

কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে, বল তাই।

পিতা হয়ে পালিতেছ, কখন জননী রূপে দেখিবারে পাই।

অসহায় শিশু যবে, জননীর কোলে, আধ আধ মা মা বলে স্তন করে পান, আমি তখনই তাহার মূলে, নিরখি তোমায় হে, অমনি মা বলে ডাকি কেহ না শিখায়।

শুধু জীবের জীবন বাঁচাবারি তরে, ঢেকেছ বসুধা দেহ কৃত উপচারে, তোমার এমন পালন রীতি হেরি হে যখন, ইচ্ছা হয় পিতা বলি সম্বোধি তোমায়॥ ২৩/৬৮

রাগিণী কাফী।—তাল জৎ।

আমি হে, তব কৃপার ভিকারী।

সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে, কুসুম করে গন্ধ

দান ; মন সহজে সদা চাহে তোমারে, তোমা-তেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।

প্রাসাদ কুটীরে, এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার ; তেমনি নাথ তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার, অবারিত তোমার দুয়ার। ২৪।/৭১

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী।—তাল একতালা।

পিতা গো এক বার হের গো আমায়, সহে না প্রাণে।

তোমারি সন্তান হয়ে, রয়েছি কাঙ্গালের প্রায়।

কি আর বলিব পিতা, কারে কব মনের কথা, কে, আর বুঝিবে ব্যথা, তোমা বিনা কারে কই॥ ২৫॥/১১৭

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়া।

প্রভো কুরু কিঙ্করে করুণাবিধানং।

হে দয়াময়! পারয় ভব-পারাবারং।

দাসে বিতর তরীং, তব চরণসরোজং,
যাচে ভব-বারিধৌ কর্ণধারমম্বুবারং।

পাপহর পরিহর, মোহমকর মতিঘোরং'
বিষয়বাসনা হর, অন্তরবৈরীবিকারং ॥২৬॥

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

পিতা গো একবার হও হে সদয়, করযোড়ে
করি নিবেদন।

দাঁড়াও একবার বক্ষস্থলে, চরণ ধুই হে চক্ষের
জলে, লুটাইয়ে পদতলে, সফল করি জীবন।

আশায় বেঁধে আছি বুক, চাহিয়ে তোমারি
মুখ, ভুলিব হে সব দুঃখ, কর আজ আশা
পূরণ ॥ ২৭ ॥

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

বিপদে কোথায় রইলে গো ফেলে, বিপদ ভঞ্জন।

সংসার বনেরি মাঝে, ভয়ে প্রাণ করে কেমন।

মায়ায় ভুলে আছে মন, চিন্‌লাম না গো তুমি কি ধন, নাহি জানি ভজন পূজন, বৃথা গো ধরি জীবন।

আমরা দুর্ব্বল মেয়ে, আছি তোমার মুখ চেয়ে, একবার পিতা দেখা দিয়ে, কর গো সাধ পূরণ॥ ২৮॥

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

দয়াময় তোমায় এই মিনতি করি হে, অন্য ধনে নাহি প্রয়োজন।

না করিধন কামনা, না করি যশো বাসনা,

কেবল আমার এই প্রার্থনা, সদা হেরি ও চরণ ॥ ২৯ ।

রাগ ভৈরব।—তাল মধ্যমান।

দীনবন্ধু এই দীনের প্রতি হও সদয় হে।

আমার আর কেহ নাই তুমি বিনা এ জগত মাঝারে।

আমি লইতেছি শরণ, ওহে দীনশরণ, কৃপা-ময় কৃপা করি কর মোরে ত্রাণ; আমি অতি দুর্ব্বল (দীননাথ), নাহি কোন সম্বল, তুমি হীন বলের বল, তাই ডাকি হে তোমারে ॥ ৩০ ।

রাগিণী ভৈরবী।তাল একতালা।

নিলাম গো শরণ, পিতা তোমার ঐ অভয় চরণে।

দিতে হবে স্থান এ বার, পাপী কাতর সন্তানে।

সংসারের জ্বালায় জ্বলে, শীতল একবার হব বলে, পড়িলাম ঐ চরণ তলে, জুড়াও গো তাপিত জনে।

শুনেছি গো ঐ পায়, মহাপাপী তরে যায়, এসেছি গো সেই আশায়, চাও হে কৃপা নয়নে ॥ ৩১ ॥

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

এসেছি তোমার দ্বারে, তোমারি মহিমা শুনে।
দেখ প্রভু কি হয়েছি পুড়িয়ে পাপ আগুনে।

চেয়ে দেখ দয়াময়, খাক্ হয়েছে হৃদয়, রাখ রাখ রাখ প্রাণে, দিয়ে স্থান শ্রীচরণে।

প্রভু তোমারি কৃপায়, সকলি সম্ভব হয়, শুনেছি তোমার নামে গলে হে পাষাণ; পৃথিবী স্বর্গের প্রায়, মনুষ্য দেবতা হয়, রজনীতে সূর্য্যোদয়, হয় তোমার নামের গুণে ॥ ৩২ ॥

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

একি ঘোর মায়াজালে ঘেরিল আমায় প্রভু। আমি মনে করি ভুলি সংসার বাসনা, ভুলিতে তবু পারি নে।

তোমারি চরণে, সঁপিলাম এ প্রাণে, করুণা নয়নে, হের মোর পানে ; তোমারি বিহনে, কি কাজ জীবনে, জীবনের প্রবাহ হে ; দেও দরশন এ দুঃখ সাগরে, মহিমা তোমারি থাকিবে সংসারে, সন্তানেরি চক্ষে বহিতেছে ধারা কেমনে সুস্থির রবে হে॥ ৩৩।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

চিরদিন জ্বলিবে কি হৃদয় অনল প্রভু। কৈ বিষয় বাসনা, পাপেরি বেদনা, এখন তো ঘুচ্‌লনা।

দেও দরশন, জুড়াই হে নয়ন, নাহি প্রয়োজন অন্য কোন ধন; প্রভু তোমার চরণ, অমূল্য রতন, আমি শুনেছি হে; দুখানলে দগ্ধ হল হে জীবন, ওহে দীননাথ লইলাম শরণ, দরিদ্রেরি দুঃখ কর হে মোচন, দরিদ্রের দুঃখ-হারী হে॥ ৩৪।৮২

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়া।

হৃদয়ে থাক হে নাথ নয়ন ভরিয়ে দেখি। জুড়াব তাপিত প্রাণ তোমারে হৃদয়ে রাখি। পাপে তাপে মলিন, হইতেছি দিন দিন, যাতনা সহে না আর, তার হে দাসে নিরখি॥ ৩৫।৮, ৪

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

প্রবল সংসার স্রোতঃ আমরা দুর্ব্বল অতি।
কেমনে করিব নাথ, প্রতিকূল মুখে গতি।

যে দিকে বহিছে স্রোতঃ সে দিকে যেতেছি ভেসে, সম্মুখে নরকাবর্ত্ত কি হবে কি হবে গতি।

দুর্ব্বলের বল তুমি, দেও নাথ মনে বল, সংসার জলধি মাঝে নিস্তার জগত-পতি ॥ ৩৬ ॥

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

দয়াময় একবার এ সময়ে দাঁড়াও হে দেখি নয়নে।

আমার ভবের খেলা হলো, সকলি ফুরাল, এখন স্থান দাও প্রভু তব চরণে।

দেখে পাপের তরঙ্গ, বাড়িছে আতঙ্ক, তাই ভয় পেয়ে প্রভু ডাকি সঘনে।

আমায় দাও হে চরণ তরি, ও ভবকাণ্ডারি, নতুবা হে ডুবি এ পাপ তুফানে ॥ ৩৭ ॥

রাগিণী আলেয়া খাম্বাজ।—তাল একতালা।

ওহে জগদীশ, আমার আর কেহ নাই, তোমাবিনা এ সংসারে।

আমার কেবল পাপে মতি, নাহি অন্য মতি, ওহে কি হইবে গতি, বল হে আমারে।

আমি দেখিতেছি সব, এই যে বৈভব, এ সকল নয় নাথ আমারি কারণ ; আমি তোমারি কারণে, এ সংসার অরণ্যে, ওহে আসিয়াছি তোমায় পাইবার তরে। ৩৮।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া।

আমার আর কেহ নাই।

তোমারে হৃদয়ে রেখে এ প্রাণ জুড়াই।

তোমা বিনে সব শূন্য, এ সংসার অরণ্য, কে আছে আর তোমাভিন্ন, কার পানে চাই॥ ৩৯।

রাগিণী গাড়াভৈরবী।—তাল জৎ।

কি দিয়ে পূজিব নাথ, হেন কি ধন আছে।
সবে ধন পাপ মন অপবিত্র রয়েছে।

আমি অতি দীন হীন, আমি কোথায় কি পাব
নাথ, সকলি তোমারি দেওয়া, লও হে তোমার
যা ইচ্ছে॥ ৪০।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়া।

নাথ! কি দিব তোমারে, সকলই তোমার
আছে কি আমার।

হৃদয়ের প্রীতিফুলে, তুমি বিকাশিছ নাথ,
লও প্রভু তুলিয়ে সে ধন তোমারি॥ ৪১

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

নিজগুণে তার যদি এ অধম নরে।
তবেইত যাইতে পারি সংসার জলধি পারে।

না জানি ভজন সাধন, প্রেমহীন ভক্তি হীন, চিরদুঃখী আমি তোমার পাতকী সন্তান; সকলি করিতে পার, তুমি সর্ব্ব মূলাধার, দাসে দেও চরণতরী কৃপা করে।

নাহি আমার কোন শক্তি, ওহে জগত পতি, কেমনে পাইব মুক্তি, বিনা তব করুণা; ভরসা কেবল আমার, তোমার দয়ার উপর, তোমার করুণা গুণে কত পাতকী উদ্ধারে॥ ৪২

রাগিণী আলেয়া ঝিঁঝিট।—তাল একতালা।

কোথায় আছ দীনবন্ধু দেখা দিয়ে ঘুচাও পাপের যন্ত্রণা।

ঘোর নারকী আমি কেমনে ডাকিব তোমায় জানি না।

যদি একবার কৃপা করে, এস হে হৃদি মন্দিরে, দেখি তোমায় নয়ন ভরে, পূরাই মনের অনেক দিনের বাসনা।

ব্যাকুল হয়েছে মন, দাও পিতা দরশন, প্রাণ যে করে কেমন, তোমা বিনে আরত কেহ জানে না ॥ ৪৩ ॥

রাগিণী টোড়ি।—তাল আড়া।

হৃদয় আঁধার ঘুচিল না এ জীবনে।

জগত শোভিছে রবি-শশি-কিরণে, কনকে রঞ্জিত সবে, বিনা মম পাপ মন।

বিনা তব কৃপাদান, ঘুচিবে না এ আঁধার, প্রকাশ প্রেমের জ্যোতি, দিয়ে শুভ দরশন ॥ ৪৪ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়া।

অধম তনয়ে নাথ ত্যজিতেতো পারিবে না।

শত অপরাধী হলেও তনয়ত্ব তায় যাবে না।

আছে অপরাধ কত, তবু নাহি আশাহত,
তব দয়া হতে আমার দোষতো অধিক হবে না।
পরব্রহ্ম পরাৎপর, আদি কত নাম ধর, কিন্তু
অধমতারণ নামের মহিমা যে অতুলনা॥ ৪৫।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়া।

তোমারি করুণায় নাথ সকলি হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।
অবিশ্বাসির অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর, তোমায়
না করি নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়ে মরে।
তুমি মঙ্গল নিদান, করিছ মঙ্গল বিধান, তবে
কেন বৃথা মরি, ফলাফল চিন্তা করে।
ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘৃণা,
নির্ব্বিশেষে সম ভাবে, সবে আলিঙ্গন
করে॥ ৪৬। ১৭৯

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

কেমনে ধরিব এ জীবন (তাই ভাবি হে)।
যায় যদি চিরদিন করিতে ক্রন্দন।

সংসারে যন্ত্রণা পেয়ে, এসেছি ব্যাকুল হয়ে, তোমার নিকটে নাথ, জুড়াতে তাপিত প্রাণ।

আমি হে জনম দুখী, তোমার আশ্রয়ে থাকি, পাপের বন্ধন আমার কবে করিবে মোচন; ও নাথ কেহ যার নাহি কোথায়, তুমি নাকি তার সহায়, এই আশায় দয়াময় লয়েছি চরণে শরণ।

পিতা! মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, বিলম্ব সহে না আর, এ দুঃখ যন্ত্রণা ভার, পারি না আর করিতে বহন॥ ৪৭।

১০৪

রাগিণী রামকেলী।—তাল কওয়ালী।

হে করুণাময় দীনসখা তুমি, আগত প্রভু তব দ্বারে।

তোমা বিনে দীনে কে প্রভু তারে, দুস্তর ভব সংসারে।

সম্পদ বিষময় তোমা বিহীনে, জীবন মৃত্যু সমান; বিপদ সম্পদ তব পদ লাভে, মৃত্যু সে অমৃত সোপান॥ ৪৮।

রাগিণী আলেয়া ঝিঁঝিট।—তাল একতালা।

কোথায় হে কাঙ্গালের নিধি, হৃদয় পুতলি দেখা দাও একবার।

হৃদয় মন্দির আমার, তোমাবিনে হয়ে আছে অন্ধকার।

তোমারে পাইবার তরে, চাহি অন্তর বাহিরে,

না দেখে নাথ তোমারে, শূন্যময় জ্ঞান হয় এ সংসার।

কি করিব কোথা যাব, কি রূপে তোমারে পাব, কবে ও মুখ হেরিব, জুড়াইব তাপিত প্রাণ, হে আমার ॥ ৪৯ ॥

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

কাঙ্গাল বয়ে যায় হে ; তোমার করুণা বিহনে না দেখি উপায়।

এ জনম লোকে সাধিয়ে না পায়, অপরাধে আমি করিলাম ক্ষয় ; হে পুণ্যের চন্দ্রমা, কর মোরে ক্ষমা, দেখে অসহায় হে।

ওহে নিষ্কলঙ্ক তুমি পুণ্যের অবতার, কলঙ্কীর দশা দেখ একবার, আমার ত্রিতাপ জ্বালায়, অঙ্গ জ্বলে যায়, আর কি বলিব হে ; শতদল পদ্ম চরণ তোমার, এ পাপীর বক্ষেতে

রাখ একবার; প্রভু তোমার পরশে পাপ মহা ব্যাধি ছাড়িবে আমায় হে ॥ ৫০ ॥

রাগিণী সুরটমল্লার।—তাল একতালা।

নাথ দেও দেখা কাতরে।

পাপী বাঁচে না তোমায় না হেরে; ওহে অন্তর্যামী, সকল জান তুমি, বলিব আর কি তোমারে।

তোমা বিহনেতে এ পাপ জীবন, কেমনে নাথ করিব ধারণ, কিছু নাই আমার অন্য অবলম্বন, তোমা ভিন্ন এ সংসারে।

পিতা তোমার অদর্শনে করি হাহাকার, দুঃখানলে প্রাণ জ্বলে অনিবার, কে করিবে আর অধমে উদ্ধার, এ মোহ পাপ বিকারে; মরি মরি নাথ তোমায় না দেখিয়ে, থাকিতে

পারি নে শূন্য হৃদয়ে, দীনহীন বলে প্রসন্ন হইয়ে, একবার চাহ কাঙ্গালের দিকে ফিরে।

একে আমি হে দুর্ব্বল প্রকৃতি, কুপ্রবৃত্তি তাহে প্রতিকূল অতি, না দেয় যাইতে, তোমার নিকটে, রাখে আকর্ষণ করে; দেখ দেখ নাথ হৃদয় বাসনা, আর আমি কিছু বলিতে পারি না, ঘুচাও যন্ত্রণা, পূরাও কামনা, একবার প্রকাশিত হও অন্তরে॥ ৫১॥

রাগিণী বাহার মল্লার।—তাল ঢিমে তেতালা।

তুমি সর্ব্বমূলাধার চিরকাল।
কেবল আমি বিষম জঞ্জাল হে।

তুমি সর্ব্ব রাজ্যেশ্বর, আমি নহি স্বতন্তর, পিতার কাছে পুত্র কবে হয়ে থাকে পর; আবার উদ্ধত হইলে স্মৃত পিতা নহেন করাল।

তোমা ভিন্ন বাঁচি নে, তবু তোমায় ডাকি নে,

আমার আমিত্ব তোমার অধিষ্ঠানে, তোমার তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদে আমায় গ্রাস করয়ে কাল।

তাই করি প্রার্থনা, যেন না হই বঞ্চনা, সিদ্ধ কর সিদ্ধেশ্বর এই বাসনা; তব উপাসকে বিপাকে না ফেলে যেন মোহ জাল॥ ৫২ / ৮০

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল একতালা।

পতিতপাবন, এ পাতকী জন, পাবে কি কখন, চরণ তোমার।

কুটিল হৃদয়, কুচিন্তার আলয়, প্রেমোদয় কভু নাহি হয় যার।

অকলঙ্ক তুমি পুণ্যেরি আধার, চিরকলঙ্কিত আমি দুরাচার; তুমি অন্তর্যামী, হৃদয়ের স্বামী, জানিছ সকলি বলিব কি আর।

এ ঘোর সঙ্কটে করিতে উদ্ধার, অকিঞ্চন নাথ কেহ নাই আমার, যা কর এখন, বিপদ ভঞ্জন, আমারত ভরসা কিছু নাহি আর॥ ৫৩

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া।

মামভিপামরদীনজনং।

দেহি পদাশ্রয়মবিদিতভজনং।

নমাতা নহীহ পিতা, নবন্ধুর্মেনচ ভ্রাতা, ত্বংহি দীন জনত্রাতা, ইতি সাধুবচনং।

কৃপাকণা বিতরণে, চরণ শরণে দীনে, দেহি পিতঃ ভক্তিহীনে, ভক্তি রস রসনং॥ ৫৪

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

সেই দিনে হে আমায় দীনবন্ধু দিও ঐ অভয় চরণ।

সেই বিপদ সময়, দেখ দয়াময়, যেন অন্ধকার না দেখে নয়ন।

কি জানি কখন, আসিবে শমন, আগে নিবেদন করে রাখ্‌লাম; যেন দেখে ও চরণ, হয় বিসর্জ্জন, এ মহাপাপীর জ্বলন্ত জীবন॥ ৫৫

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল একতালা।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখ-ভঞ্জন।

তব কৃপাহি কেবল, পাপী তাপীর সম্বল, দুর্ব্বলের বল তুমি নিরাশ্রয়ের অবলম্বন।

হে বিভু করুণাসিন্ধু, বিপদকালের বন্ধু, দিয়ে কৃপা বারি বিন্দু, কর পাপ মোচন।

তুমি নাথ দীন দয়াল, স্নেহময় ভক্তবৎ-সল, পাপীর দুঃখে নহ পিতা কখন উদাসীন।

ওহে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি, থাকে যেন ভক্তি নাথ, তোমাতে চিরদিন।

পাপ ভারাক্রান্ত হয়ে, ডাকি নাথ কাতর হৃদয়ে, পার কর ভবসিন্ধু, দিয়ে অভয় চরণ ॥ ৫৬ ।



রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

করুণা নিধান পিতা আমার, সন্তান বৎসল আনন্দময়।

না পূরে মন বাসনা, তোমার গুণ গাই, না পূজিলাম তোমায় প্রভু, মনের সাধে পাপ জীবনে।

কবে পিতা পাব তব পদ দরশন, জুড়াইব তাপিত হৃদয়॥ ৫৭।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল এক তালা।

আর যে সহে না পিতঃ তব অদর্শন যন্ত্রণা।
পিতা পুত্রে নাহি দেখা একি গো বিড়ম্বনা।
করিয়াছি কত পাপ, তাইতে এত মনস্তাপ,
নইলে কেন পুত্র হয়ে পিতাকে দেখ্‌তে পাবনা।

দীনহীন দেখে আমায়, দয়াকর দয়াময়, দিয়ে চরণে আশ্রয়, কর গো পুত্রে সান্ত্বনা॥ ৫৮।

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

ধরি তোমার পায়, ও পিতা দয়াময়, আমার এই বিষম রোগের ঔষধ বলে দেও।

পাপের বাকি হে নাহি কিছু আর, তবু অচেতন নাহি ভয়; আমি দিন দিন হেঁসে হেঁসে, অন্ন জল অনায়াসে, করি পান ভোজন. একি বিষম দায়।

আমার জীবনের জীবন তুমি, তোমায় ছেড়ে অনায়াসে, আমি ধরি হে জীবন, একি বিড়ম্বন, কিসে এ রোগ হতে পাব হে পরিত্রাণ॥ ৫৯।

রাগিণী সাহানা।—তাল জৎ।

এ দীনে করবে কি প্রভু কভু কৃপা বিতরণ।

আমার পাওয়া দেখা দূরে থাকুক যেন ঐ শ্রীপদে থাকে মন।

শুনেছি গো কত যোগী, ঐ চরণের অনুরাগী, হয়ে অনন্তকাল যোগের যোগী পায় না তোমার দরশন ॥ ৬০ ॥

রাগিণী বাহার।—তাল আড়াঠেকা।

প্রেমের হার তোমারে দিয়ে নাথ পূজিব যতনে।

তুমি মম ভরসা, সংসার তাপে, সকলি নীরস তোমা বিহনে, পাপ তাপ নাশি দেখা দাও আমারে ॥ ৬১ ।

রাগিণী বেহাগ।—তাল কওয়ালী।

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে।

কে সহায় ভব অন্ধকারে, রয়েছি বন্দীসম মোহের আগারে, কলুষিত পাপ বিকারে;

বিষয় রসে রত, তব প্রেমামৃত ছাড়ি মন ভৃঙ্গ বিহারে।

বিতর কৃপা তব যার গুণে প্রভু, মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে ; পাপ তিমির নাশি, বিরাজ হৃদয়ে আসি, কি আর জানাব তব দ্বারে॥ ৬২

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে।

তুমি ত্রিভুবননাথ, আমি ভিখারি অনাথ, কেমনে বলিব তোমায়, এস হে মম হৃদয়ে।

হৃদয়-কুটীর-দ্বার, খুলে রাখি অনিবার, কৃপা করে একবার, এসে কি জুড়াবে হিয়ে॥ ৬৩

রাগিণী মুলতান।—তাল একতালা।

আমার গতি কি হবে, যদি পাতকী বলিয়া ত্যজিবে তবে।

পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ, কোথা শান্তি দাতা কর শান্তি দান, আর এ যাতনা সহে না, সহে না, অনাথ শরণ হে।

ওহে তোমার হাতে করি আত্ম সমর্পণ, রাখ আর মার যা ইচ্ছা এখন; আমি কার কাছে যাব, কোথা আর কান্দিব, শূন্য দেখি ত্রিভুবন; দাও হে দণ্ড তোমার বিচারে যা হয়, খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ হৃদয়, তোমার হাতে মলে'এ মহা-পাতকী নব জীবন পাবে॥ ৬৪।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়াঠেকা।

অনাথে চাহিয়া দেখ অনাথশরণ।
কি জানাব জানিতেছ হৃদয়-বেদন।

তোমাবিহনে কে আর, ঘুচাবে হৃদয়-ভার, তুমি ভরসা আমার, আমি অকিঞ্চন।

সংসার পিশাচ ঘোর, পিষিছে হৃদয় মোর, টানিছে নরক পথে করিতেছে তর্জ্জন; পড়ে আছি অসহায়, একেবারে নিরুপায়, জীবনে মরণ প্রায়, ওহে মৃতসঞ্জীবন॥ ৬৫। ১৪

রাগিণী ললিত।—তাল একতালা।

আর কিছু নাই ভরসা সংসারে তোমা ভিন্ন।

পড়ে পাপে অনুতাপে হৃদয় হল অবসন্ন, যথা যাই, শান্তি নাই, ক্ষম দাসে হও প্রসন্ন।

চারিদিকে অন্ধকার, বিষাদে হৃদয় ভার, পুড়িছে অনলে যেন শরীর আমার; কতবার, চাব আর, ক্ষমা করেছ অগণ্য; অপরাধী, নিরবধি, একি হল মতিচ্ছন্ন॥ ৬৬। ৯৭

রাগিণী পাহাড়ী।—তাল আড়া।

কি আর জানাব নাথ যাতনা তোমায় হে।
অপরাধ মনে হলে কাঁপয়ে হৃদয় হে।

নাহি কিছু ধর্ম্মবল, কি করি পথ সম্বল, নয়-
নেতে আসে জল, না দেখি উপায় হে।

না হল আত্মার যোগ, না হল সত্যের ভোগ,
কেবল মাত্র কর্ম্মভোগ, আমার জনম হে।

ভবলীলা সাঙ্গ হলে, ত্যজ না পাতকী বলে,
স্থান দিও চরণ তলে, লয়েছি শরণ হে ॥ ৬৭ ॥

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

দেখ দেখ এদীন সন্তানে, করুণা নয়নে।

যেন আবার তোমায় ছেড়ে পাপেতে
ডুবি নে।

কি সজনে কি নির্জ্জনে, যখন থাকি যেখানে,
রক্ষা কর এ অধমে স্বর্গীয় বল বিধানে।

চারিদিকে প্রলোভন, করে সদা আকর্ষণ, কেমনে রাখিব আমি, পবিত্রতা এ জীবনে।

নাহি আর অন্য বাসনা, সুখ সম্পদ চাহি না, কেবল মাত্র এই প্রার্থনা, যেন তোমায় ভুলে থাকি নে ॥ ৬৮ ॥

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া।

কত দিন আর সব এ যাতনা, আর ত সহে না। বারম্বার পাপাচার আর বারম্বার অনুশোচনা।

কখন তোমার লাগি. হয় প্রাণ আকুল, পরক্ষণে হয় মনে কত অপবিত্র কামনা।

কখন এই ভুমণ্ডল, বোধ হয় স্বর্গ ধাম, আরবার দেখি যেন সব শ্মশান সমান; ইহলোক পরলোক, কখন জ্ঞান হয় এক, কভু হয়ে অবিশ্বাসী, সত্যকে ভাবি কল্পনা।

কখন নিরাশে মন করিতেছে অধিকার, কদাপি

তড়িৎ সম হয় আশার সঞ্চার, কখন অনুতাপিত, শোকে তাপে অভিভূত, কখন বা উল্লসিত, এ কি বিড়ম্বনা।

এই চঞ্চল জীবন, স্থির নহে এক ক্ষণ, নিয়ত পরিবর্ত্তন করে গমনাগমন ; এই রূপে ক্রমাগত, হইতেছে দিনগত, মৃত্যু নিকটে আগত, এখন উপায় কি হবে বল না॥ ৬৯। ⁄৩

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে।
সৃজিলে আমারে তুমি বসিয়া বিরলে।

গর্ভে আমি ছিলাম যখন, করিলে মোরে পালন, সঙ্কীর্ণ জরায়ু মাঝে, নির্ব্বিঘ্নে রাখিলে ; হে মাতঃ বিশ্ব জননী, প্রসব কালে ধাত্রী তুমি, পাতিয়ে কোমল কোল আমারে লইলে।

করিতে মোরে পালন, কত তব আকিঞ্চন,

পিতা মাতার মনে তুমি স্নেহরস দিলে; আজীবন তুমি পাতা, তুমি ধর্ম্ম পথে নেতা, এ সব করুণা মোরা রহিব কি ভুলে॥ ৭০

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল একতালা।

যদি তরাবে জগৎ জনে, দিয়ে দয়াল নামে, আগে গো তরাও পিতা আমায়।

এ পাপী তরে গেলে, জগতের আশা হবে দয়াময়।

সুধামাখা দয়াল নাম করিয়ে কীর্ত্তন, তব কৃপায় তব রাজ্যে করিব গমন; বল্‌ব আয় রে সবে আয়, আর ভাই নাহি ভয়, এই দেখ মহা পাপী তরে যায়।

ঊর্দ্ধ শ্বাসে পাপী সবে আসবে দলে দল, ভক্ত জুটে ভক্তির ঘাটে করবে কোলাহল; তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে, জগৎ তরে যাবে, এ পাপী যদি ঐ চরণ পায়॥ ৭১

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী ।—তাল আড়াঠেকা ।

তোমার কি দোষ দিব সকলি নিজ দোষে করে ।

বলিবার পথ রাখি নাই কিছু আর বলিতে তোমারে ।

কেমনে আর এ পাপ মুখে, ডাক্‌ব তোমায় পিতা বলে, অবাধ্য সন্তানের প্রতি নাথ চাহিবে কি ফিরে ; ইচ্ছা হয় কেঁদে গিয়ে, পড়ি আবার তোমার পায়ে, কিন্তু প্রাণ কাঁপে ভয়ে, পাপরাশি মনে করে ।

কত পবিত্র ভূষণে, বহুমূল্য নানারত্নে, সাজাইয়ে দিয়েছিলে যতন করে ; হায় কোথায় সে নির্ম্মল মুখ, কোথায় সে পবিত্র ভাব, পাপাগুণে দগ্ধ করিয়াছি নিজ করে ॥ ৭২ ।৴

রাগিণী আলেয়া ঝিঁঝিট।—তালএকতালা।

কোন দোষের আমি দিব পিতা তোমায় পরিচয় হে।

আমি একটী পাপের কথা, (দয়াময়), বলব মনে করি, ওগো একেবারে সব হয় যে উদয়।

আমি আপনারই বলে, সকল শত্রু দলে, ভেবেছিলাম ওগো পিতা রাখিব শাসনে; শেষে হল এই ফল, (দয়াময়) বাড়্‌ল শত্রু দল, এই দেখ আমায় করিয়াছে জয়।

আমি বিষম অহঙ্কারে, নিজ করে ধরে, হেনেছি কুড়ালি পিতা আপন কপালে: এখন হয়ে নিরুপায়, (দয়াময়) পড়্‌লাম তোমার পায়, কর পিতা তোমার বিচারে যা হয়॥ ৭৩।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়া।

তোমার চরণ বিনা গতি নাহি এ সংসারে।

প্রবল সংসারাঘাত সহিব কাহার বলে।

কৃপা করি কৃপাময়, হে মহাপাপীর আশ্রয়,
চরণ কর রক্ষণ, মম হৃদয় কুটীরে।
পরীক্ষাতে জানিয়াছি, নিজের মনের বল, তাই
নির্ভর করেছি নাথ তোমার চরণোপরে॥ ৭৪।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

পিতা বল বল বল গো আমায়, কপটীর কি
আছে পরিত্রাণ।
তোমার ধর্ম্মের ধার্ম্মিক হয়ে, কত যে করি
গো ভাণ।
মহাপাপের পাপী হলে, তারেও তুমি কর
কোলে, কবে আমায় কপট বলে, করিবে চরণ
দান।
একি পিতা সর্ব্বনাশ, তোমায় করি অবিশ্বাস,
বার বার পরিহাস, করে করি অপমান।

দয়াময় পিতা তুমি, ঘোর কপটী আমি, যদি দয়া কর তুমি, তরে গো কপট সন্তান ॥৭৫॥

রাগিণী ঝিঁঝিটখাম্বাজ।—তাল একতালা।

কেন তোমায় ভুলি দয়াময়।

তুমি বট হে পাপী তাপী সাধু সবার অনন্ত জীবনাশ্রয়।

গর্ভ হতে যেমন ধরায়, ধরাহতে পুনরায়, লয়ে স্নেহে রাখ সবায়, এতে কি আছে সংশয়।

এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও তেমন, পরকালে স্নেহ কোলে, রহে তব সমুদয় ॥ ৭৬॥

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল একতালা।

এসে দেখ নাথ এই বিপদ কালে তোমার সন্তানের দুর্গতি।

আমি এসে এ সংসারে, (পিতা গো), প্রলোভনে পড়ে, পাপহ্রদে সদাই হতেছি লাঞ্ছিত।

পাপের বিষম সন্তাপে, হৃদয় ব্যথিত, যন্ত্রণায় কাতর অতি, আমার উপায় কি হবে হে; আর কে করিবে শ্রবণ, (দীননাথ) আমার দুঃখের ক্রন্দন, কে আর চাবে দয়া করে এ কাঙ্গালের প্রতি।

আমি মোহে অন্ধ হয়ে, পথ হারাইয়ে, বিপাকে পড়েছি নাথ এখন বল কোথায় যাব হে; এই পতিত সন্তানে, (দয়াময়), কৃপা বিতরণে, এ ঘোর সংকটে দাও অব্যাহতি॥ ৭৭ ॥

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

দিন যে যায় না আমার।
পিতা দুখের কথা তোমায় বলিব কি আর।

দেখিলাম নানামত, এড়াতে পাপের হাত, নিরুপায় হইয়ে নাথ, এখন চারি দিক দেখি অন্ধকার।

বড় ছিল মনে সাধ, হয়ে শুদ্ধ চিত, ভক্ত হয়ে থাকিব ঐ চরণে ; আমার সে আশা পূর্ণ হল না, (ওহে দীনবন্ধু.) আরত সহিতে পারি নে হৃদয়ের ভার ॥ ৭৮।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল রূপক।

শুভ আশীর্ব্বাদ দানে, আশ্বাস কাতর জনে, হে পিতা করুণাসিন্ধু কাতরশরণ।

নিরাশের আশা তুমি, পাতকীর প্রাণ ধন, হে পিতা করুণা-সিন্ধু দাও তব শ্রীচরণ।

তব শ্রীচরণ শত দল, নিষ্কলঙ্ক নিরমল, প্রকাশিত ত্রিভুবনে যথা মৌলি ভুনয়ন ; সে চরণ মস্তকে ধরি, সকলে প্রণাম করি, হে পিতা করুণাসিন্ধু প্রণতি কর গ্রহণ ॥ ৭৯।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়াঠেকা।

পিতঃ ক্ষম অপরাধ, অবোধ সন্তান আমি।

না শুনে তোমার কথা, করেছি কুকর্ম্ম কত, হেলায় সুপথ ছেড়ে, হয়েছি কুপথগামী।

স্বাধীনতা মহারত্ন, স্নেহে আমায় দিয়ে তুমি, পাঠালে ভবেরি হাটে সুধা কিনিতে; হায় আমি কি করিলাম, বলিতে বিদরে হিয়ে, কিনিলাম সেই রত্নে, পাপ তাপ দুঃখ রাশি॥ ৮০॥



রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

হৃদয় কাঁদিতেছে তাই।

এই বিপদ সময়ে তোমারে না পাই।

একে পাপানলে অন্তর শুখায়, অন্য বিড়ম্বনা কেন আর তায়, আমি স্বতঃ পরতঃ পড়েছি ঘোর দায়, আমার আর কেহ নাই হে।

ওহে শৈশব না যেতে, কলঙ্কের হাতে, সঁপেছিলাম আমি দেহ মন প্রাণ; আমার যত দুরাচার, যত দুঃখ ভার, তব চক্ষে বিদ্যমান হে; দুর্জ্জন সন্তানে, অসহায় জেনে, আনিলে এখানে কত দয়াগুণে; আমি নিজ অহংকারে, এত দিন পরে, ও চরণ না হারাই হে ॥ ৮১ ॥

রাগিণী ভৈরবী।—তাল তিওট।

দেও অভয় পদ এ বিপদ কালে হে।

পাপ জালে পড়ে প্রাণ যায় হে, দিয়ে দরশন বাঁচাও বিপন্ন জনে।

ঘোর বিষয়েরি বনে, অন্ধ হয়েছি নয়নে, সময় পেয়ে শত্রু গণে, বুঝি বধে জীবনে।

ঘোর বিপদ সময়, ডাকি তোমায় দয়াময়, দেও কাতরে আশ্রয়, এই মিনতি চরণে ॥ ৮২ ॥

রাগিণী মূলতান।—তাল আড়াঠেকা।

না চাহিতে দিয়েছ সকল, বিভু।

এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন,
দিয়েছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধি বল।

সঞ্চার না হতে আমি, সৃজন করিলে তুমি,
মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর অনিল জল।

না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে সুমিষ্ট নানা,
ফল শস্য যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধানল।

এ পাষাণ অন্তরে, তোমারে পাবার তরে,
অযাচিত কৃপাগুণে রোপিয়াছ জ্ঞান বল॥ ৮৩।



রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল কওয়ালি।

কত যে তোমার করুণা, ভুলিব না জীবনে;
নিশি দিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে।

বিষয়-মায়া জালে রহিব না ভুলে আর,

হৃদয়ে রাখি দিব তোমায়, ধন প্রাণ দেহ মন সব দিব তোমারে ॥ ৮৪ ।

রাগিণী দেশ ।—তাল তেওট ।

থেক না থেক না দূরে নাথ ।

সম্পদ কালে, ঘোর বিপাকে, পাপ বিকারে, চির দিন আমি তোমারি ।

ধন মান চাহি না তোমা হতে, দেও এই অধিকার, নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি ॥ ৮৫ ।

রাগিণী বেলওয়ার ।—তাল আড়াঠেকা ।

দরশন দাও হে কাতরে, দীন হীন আমি ।

শোকে আকুল, রোগে কাতর, মলিন বিষাদে ॥ ৮৬ ।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল চৌতাল।

বিষয়ের তমোজাল, করে আছে নিশাকাল, কেমনে হইব পার সংসার সাগর এ।

তুমি বিনা কর্ণধার, দেখি নে কাহারে আর, অখিল-তারণ তুমি কোথা এ সময়ে।

সান্ত্বনার দিক্ আঁধার, বিষাদ ঘনোদয়ে, সম্পদ তড়িৎ সমান উন্মীলি নিমীলয়ে।

পাপ তিমির নাশিয়ে, জ্ঞানালোক প্রকাশিয়ে, দেখা দাও ওহে নাথ, মোহ-অন্ধ হৃদয়ে ॥ ৮৭।

রাগিণী সিন্দুড়া।—তাল ধামাল।

হয়েছি ব্যাকুল-অন্তর বিরহে তোমার, তৃষিত চাতক সমান।

করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে, হৃদয়ে বিরাজ আমার।

অভয় মূরতি দেখা দিয়ে, কর হে অভয় দান, তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার ॥ ৮৮ ॥

রাগিণী সিন্ধু ।—তাল মধ্যমান ।

এসেছি আজ আশা করে, দেখে যাব হে তোমারে, একবার আসি দয়া করে দেখাও তব প্রেমানন ।

দ্বারে গেলাম কতবার, ফিরে এলাম বার বার করুণার সাগর; এখন দেখা দিয়ে, হৃদয় ধামে বাঁচাও এ পাপ-জীবন ।

তোমার কথা শুন্‌লেম কত, কত স্থানে কত মত, আর শুন্‌বো কত, এখন পাষান সমান হলো হৃদয়, কঠিন হইল মন ।

হৃদয় মন শুখাইল, একে একে সকল গেল,

দাঁড়াই কোথা বল ; যদি নিজ গুণে, এ অধমের সকল আশা কর পূরণ ॥ ৮৯ ।

— —

রাগিণী কেদারা ।—তাল কাওয়ালি ঠেকা ।

তার হে তার হে ভয়-হর ভব-তারণ, হে ভব তারণ ।

ঘোরতর সংসারে, তুমি বিনা কে তারে, ওহে পতিত জন-পাবন ॥ ৯০ ।

রাগিণী বাহার ।—তাল আড়াঠেকা ।

আর কারে ডাকি, তোমায় ছাড়ি যাব কার দ্বারে, তুমি হে আমার মোহ আঁধারের আলো ।

মোহময় সংসার মাঝে, মোহে অন্ধ সবে মোরা, মুক্তিদাতা, দেখাও হে অমৃতের সোপান ॥ ৯১ ।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

চাহি সদা তোমার সঙ্গে থাকি, কেমন মোহ আসি ফিরায় সে মন।

কেমনে পাব আমি তোমায়, দেখা দাও এই ভবতিমিরে॥ ৯২॥

রাগিণী সিন্ধু।—তাল মধ্যমান।

কত যে অপরাধী আছি নাথ তব চরণে।

পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ কত করে এ জীবনে।

কখন দিনান্তে একবার, ভাবিনাই তোমারে আমি, নিরন্তর ভ্রমিয়াছি সুখ অন্বেষণে।

নিশ্চয় জেনেছি এখন, গতি নাই আর তোমা বিনা, স্থান দাও চরণ ছায়ায়, এ গতি-বিহীনে॥ ৯৩॥

রাগিণী কুকুব —তাল ঠুংরি।

গভীর বেদনায় অস্থির প্রাণ।

কর হে আমারে শান্তি দান।

মোচন কর হে পাপতাপ, ঘুচাও রোদন বিলাপ।

কেবল তোমার আশ্রয়ে, তরিব সাগর নির্ভয়ে। যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারি ডাক।

তরঙ্গ ঘোর করহে পার, মনতরীর হরহে ভার, তুমি বিনা কর্ণধার, কেহ নাই আমার ॥ ৯৪।

রাগিণী জয়জয়ন্তি।—তাল ঝাঁপতাল।

আহা আর কোথা যাব তোমারে ছাড়িয়ে!

কেবা আর দিবে সুখ হৃদয় ভরিয়ে।

পাপেতে তাপিত হয়ে, কোথায় আর কাঁদিব গিয়ে, শীতল করিবে কেবা কাতর দেখিয়ে।

ভবলীলা হলে সাঙ্গ, কে হইবে মম সঙ্গ, চিরদিন কে রাখিবে, আপন আলয়ে; কাহাকে দেখিনে আর, তুমি হে সকল সার, আশ্রিত আছি হে আমি তোমার আশ্রয়ে ॥ ৯৫ ।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল জৎ।

আমায় ছেড় না হে, এনেছ যদি হে দয়াময়। আমি সকল দেখিয়াছি প্রভু, এখন পড়েছি তোমারি পায়।

নাহি আমার কোন বল, কেমনে থাকিব বল, এখন কৃপা করে রাখ প্রভু বেঁধে মোরে তব পায়।

না জানি ডাকিতে তোমায়, এখন কিছু কর

মোর উপায় ; একবার হৃদয় মাঝে দাঁড়াও প্রভু জুড়াই তাপিত হৃদয় ॥ ৯৬ ॥

রাগিণী কানাংড়া।—তাল আড়াঠেকা।

হবে এই ভিক্ষা দিতে।

যায় প্রাণ তব মুখ দেখিতে দেখিতে।

যদি কৃপা করি দীনে, দিলে স্থান ও চরণে, ছাড়িব না ও চরণ, এ প্রাণ থাকিতে।

তোমার প্রেমেরি দ্বারে, যেই যায় নাহি ফেরে, দিও প্রভু তব গৃহে দাসত্ব করিতে ॥ ৯৭ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

জগত জননী জননীর জননী তুমি গো মাতঃ।

অধম সন্তানে কর করুণা কটাক্ষপাত।

প্রসারিত ক্রোড় তব, অনন্ত সুখ বিভব, কত যে মধুর ভাব, কত যে আশ্বাস বাণী ; ত্যজিয়ে সে সব সুখ, যাচিয়ে লয়েছি দুঃখ, ধিক মোরে ধিক ধিক, করিয়াছি আত্মঘাত ॥ ৯৮ ॥

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী।—তাল একতালা।

পাপীরে যে আশা দিয়েছ, কর পিতা আজ হে পূরণ।

যে আশায় বুক বেঁধে, ধরে আছি এ জীবন। চরণ দেবে বলে ছিলে, কই পিতা কি করিলে; কতদিন আর দুঃখের জলে, ভাসিবে দুঃখীর নয়ন।

সাধ ও পা মাথায় ধরে, বেড়াব হে ঘরে ঘরে; বল্‌ব সবে পিতা মোরে, দিয়েছেন অভয় চরণ॥ ৯৯॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ। তাল একতালা।

কত দয়া তব মানবে, দয়াময় হে।

অনন্ত তোমার দয়া অন্ত কে বুঝিবে ভবে।

তব দয়া পদে পদে, বিপদ সুখ সম্পদে, কিন্তু হে বিপদে বুঝে, তোমায় প্রেমিক সবে।

এই যে পাপ শাস্তি সকল, এসব তোমার স্নেহেরি ফল; এ ফল জীবনে কেবল, সুমধুর রস স্রবে ॥ ১০০ ।

আউলে সুর !

পাপীকে দয়া করিতে কে আছে আর, (তাই বল প্রভু) ।

যখন যে দিকে হেরি দেখি আঁধার ।

এমন কেহ নাহি সংসারে, যার জন্যে প্রাণ কাঁদে তা দিতে পারে ; ওহে তুমি অগতির গতি দাসের উপায় কিছু কর এবার ।

কত দিন আর এই ভাবে যাবে, মনের আশা চির দিন কি মনে রহিবে ; তবে বাঁচি বল কেমন করে আর দিন যে চলে না আমার ।

দিবানিশি হচ্চি জ্বালাতন, পাপের বোঝা পারি নে আর করিতে বহন; একবার হের করুণা নয়নে হে, নতুবা নাহি নিস্তার।

মনের দুঃখ কারে বলিব, সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী আর কোথা পাইব; কেবল তুমি জান মর্ম্মব্যথা হে, তাই ডাকি তোমায় বারে বার॥ ১০১ ।

(আর) কবে দুঃখ করবে হে মোচন।

কবে পাপী বলে, দয়াকরে দিবে হে শীতল চরণ।

জ্বলন্ত পাপ আগুণে হৃদয় হল দহন, এখন কর প্রভু দয়া করে কৃপা বারি বরষণ।

দয়াময় নাম তোমার জানে হে জগত জন, যখন আমারে তারিবে প্রভু তখন জানব তোমার নাম কেমন॥ ১০২ ।

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।

তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে।

তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী, হৃদয় বন্ধু কিম্বা পুত্র কন্যা; তোমায় এ নহে সম্ভব, (হে), একি অসম্ভব, সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবি নে, (কিসের জন্যে)।

ওহে শাস্ত্রে শুন্তে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই, কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে; তুমি হবে কেউ আমার, (হে), আপনার হতেও আপনার, আপনার না হলে মন কি টানে (তোমার পানে)॥ ১০৩॥

দয়ার নিধি দয়া কর কাঙ্গাল জনে।

আমি কেমন করে দেখ্‌বো তোমায় এই ছার পাষাণ মনে।

আমি এই হে জানি অধমতারণ! অধম তরে

নামের গুণে, তুমি পাপী তাপীর পিতা মাতা ভরসা আছে মনে ॥ ১০৪ ।

দীননাথের চাইতে হবে।

এ কাঙ্গালের দিন কি এমনি যাবে।

যদি পাষাণে বীজ না হল অঙ্কুর, তবে জগজ্জনে বল্‌বে কেন হে কাঙ্গালের ঠাকুর; যদি উচ্চ ডাঙ্গায় না দাঁড়াল জল, তবে নাম দয়াময় বল্‌বে কে হে ভকত-বৎসল; তোমায় মনে হলে, পাষাণ গলে, (ওরূপ) মনাদি ইন্দ্রিয় সবে ॥ ১০৫ ।

কত আর কাঁদিব প্রেমময়!

তোমার প্রেমবারি বরষণে জুড়াও তাপিত হৃদয়।

তুমি কাঙ্গালের ধন তাই ডাকি তোমায়,

ভবে তোমা বিনা কাঙ্গালের আর কি আছে উপায়; রাখ রাখ পিতা কাঁদে তোমার পাপী অধম তনয়।

নাথ পাপী বলে ত্যজ না আমায়, কর্‌ব প্রাণ শীতল তোমার চরণের ছায়ায়; আমি নিলাম শরণ, অধমতারণ, তার তার দয়াময়॥ ১০৬।

প্রভু অপরূপ তোমার করুণা।
ভাব্‌লে চক্ষের জল আর ধরে না।

তোমার অপ্রিয় কার্য্যেতে সদা রই, তুমি আমায় নাহি ভাব প্রিয় ভাব বই; নাথ আমি তোমায় ভুলে থাকি কিন্তু তুমি আমায় ভুল না।

নাথ আমি তোমায় দেখেও দেখি না, তুমি আমায় চখের আড় তিলেক কর না; তুমি আমায়

রাখিতে চাও সুখে, কিন্তু আমার নাই সে ভাবনা ॥ ১০৭ ।

পাপী কি পাবে না হে তোমারে।

তবে দয়াময় নাম তোমার কেমনে রবে সংসারে।

পাপীকে তারিতে হবে, নতুবা কে দয়াময় বলে ডাকিবে; আমি পাপে হতেছি মগন, উদ্ধার কর আমারে।

পাপী তাপীর নাহি যে উপায়, তুমি নাথ পাপী জনের পিতা দয়াময়; আমি নিলাম শরণ, অধমতারণ, তার হে অধম নরে ॥ ১০৮॥

প্রেম বিনা হৃদয় শুকাল।

আর সইতে নারি কাতর প্রাণে পাপেতে মন ডুবিল।

এখন যে দিকে হেরি হে দয়াময়, দেখি

প্রেমহীন শুষ্ক ভাব মলিন হৃদয়; কোথাও নাহিক সুখ, মনের দুঃখে, ভ্রমিছি হয়ে ব্যাকুল।

তুমিত নাথ প্রেমেরি সাগর, এসেছি তোমারি কাছে তাই হইয়ে কাতর; পূরাও পূরাও আশা, প্রেম দানে, তাপিত প্রাণ কর শীতল॥ ১০৯।

কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই।

আমি জেনেছি হে পাপী তাপীর তোমা বিনা গতি নাই।

মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন, সদা হৃদয় মাঝে প্রেম ফুলে নাথ পূজিব চরণ; ঘুচাও পাপের জ্বালা, পূরাও আশা, তোমার গুণ নিয়ত গাই॥ ১১০।

ওহে দীনকাণ্ডারী চাও একবার দীনে।

যাদের সঙ্গে এসেছিলাম হে, সবাই গেল ফেলে ; কেউ নিলে না হে, সঙ্গে করে, এই দীন হীনে।

দাঁড়ায়ে রয়েছি কুলে হে, পারে যাব বোলে ; আর কে করিবে পার, তোমা বিনা, এ সম্বল বিহীনে ॥ ১১১।

তোমা বই কেউ নাই হে দয়াল হরি।

পার কর ভবসিন্ধু দীনবন্ধু, দিয়ে অভয় চরণ তরি।

ন বন্ধু ন মাতা পিতে, প্রভু তোমা বই কেউ নাই জগতে, পার কর কটাক্ষেতে কৃপা দৃষ্টি করি ; শুন হে কাঙ্গালের কথা, প্রভু ঘুচাও আমার মনের ব্যথা, তুমি হে মাতা পিতা, তার আমায় দয়া করি।

সহায় নাই সম্পত্তি বিনে আমি কি দিব পারের দক্ষিণে, ভাব্‌ছি তাই মনে মনে কি হবে কি করি, দাঁড়ায়ে রয়েছি কুলে, প্রভু লও আমারে নায়ে তুলে, পারে যাই অবহেলে, গেয়ে তোমার নামের সারি ॥ ১১২ ।

দীননাথ আমরা দীনের বেশে এসেছি আজ তোমারি দ্বারে ।

শুনে তোমার দয়ার কথা এসেছি বড় আশা করে ।

পড়ে মোহ অন্ধকারে, দেখিতে না পাই তোমারে, কোথা প্রভু দয়া করে, দেখা দেও দীনের হৃদয় কুটীরে ।

কারেও না দেখি সংসারে, পতিতে উদ্ধার করে, পাপ হৃদয় কেমন করে, ওহে পতিত-পাবন একবার চাও হে ফিরে ॥ ১১৩ ।

পুরবাসি রে, তোরা যাবি যদি অমৃত নিকে-তনে চলে আয়।

থাকুক যথা আছে ধন জন, আর সে ছার ধনে কায নাই।

তোদের মর্ম্ম ব্যথা আর না রহিবে, রোগ শোক তাপ দূরে গিয়ে প্রাণ শীতল হবে; একবার দেখ্‌লে প্রভুর প্রেম মুখ সব দুঃখ দূরে যায়।

আর কত দিন সেই মাতারে ভুলে, থাক্‌বি বিদেশেতে মিছে কাযে মায়ের কোল ছেড়ে; তোদের কোলে নেবার তরে, সদাই সে যে, ডেকে ডেকে ফিরে যায়॥ ১১৪

কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু মধুর ভাষে যেতে স্বদেশে।

আমার ধন মান পরিজন কায নাই গৃহবাসে।

আমি অভাগা দীন পরাধীন, আছি রোগে শোকে পাপে তাপে পিতা মাতাহীন; কবে যাবে জ্বালা, প্রাণ জুড়াবে, হৃদে পেয়ে প্রাণেশে।

আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে, থাক্‌ব বিদেশেতে একাকী সেই মায়ের কোল ছেড়ে; আর ফিরাব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে।

এবার পাইলে সেই হারান রতন, রাখব মনের সাধে হৃদে গেথে করিয়ে যতন, যাবে জন্ম দুঃখীর সকল জ্বালা প্রেমবারি পরশে॥ ১১৫।

রামপ্রসাদি সুর।

কে জানে বিভু কেমন।

যাঁর না পায় অন্ত, কত শত যোগী ঋষি জ্ঞানী মহাজন।

জ্ঞানে বিজ্ঞানে বুদ্ধিতে, হয় না যাঁর তত্ত্ব নিরূপণ ; ও সেই অনন্ত পরম জ্ঞানে, চর্ম্ম চক্ষেতে না হয় দরশন।

বেদ বেদান্ত আদি, ন্যায় পুরাণ ষড় দরশন; এসব তন্ন তন্ন করে যাঁরে না পায় কেহ অন্বেষণ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে, যাঁরে করে অবলম্বন ; তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন হইয়ে জীবনের জীবন।

কেবল সেই পারে জানিতে তাঁরে ভক্তি ভাবে ডাকে যে জন ; তিনি সরল সাধকের নিকট আত্ম স্বরূপ করেন প্রকটন॥ ১১৬।

রাগিণী পূরবী।—তাল অড়া।

দিবা অবসান হল, কি কর বসিয়া মন।
উত্তরিতে ভবনদী, করিছ কি আয়োজন।

আয়ু সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখ না তায়,
ভুলিয়ে মোহ মায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান।

নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও, ভব-
কর্ণধার যিনি পাপ সন্তাপ হরণ॥ ১১৭ ৷

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

কত আর নিদ্রা যাও ভারত সন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ ঊষা আগমন।

অধীনতা অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার,
মঙ্গল জলধি জলে হতেছে চিরমগন।

সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃ সমীরণ স্বরে,
ডাকেন ভারত মাতা পরি উজ্জ্বল বসন; উঠ
বৎস প্রাণ সম, যত পুত্র কন্যা মম, কাল রাত্রি
অবসানে উদিল সুখ তপন।

বিশাল বিশ্ব মন্দিরে, সত্য শাস্ত্র শিরে ধরে;
বিশ্বাসের সার করে, কর প্রীতির সাধন; নর

নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হয়ে, গলবস্ত্রে পূজ তাঁরে, যাঁহতে পেলে এদিন ॥ ১১৮ ।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল ঝাঁপতাল।

জননীর কোলে বসি, কেন রে অবোধ মন, করিছ রোদন সদা, মাতৃহীন শিশুপ্রায়। দেখ রে মন আপনি, নিকটে তব জননী, মা বলে ডাকিয়ে তাঁরে, শীতল কর হৃদয়॥ ১১৯।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

শান্তি কোথা আছে আর, অমৃত সাগর বিনা। ভুলে সে অমৃতে যেই, বিষয় বিষের কুণ্ডে, করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রম বুদ্ধি তার।

ওরে সন্তাপিত জীব! বৃথা কেন ভ্রমিতেছ, কাঁদিতেছ ভবারণ্যে হয়ে শান্তি হারা; অমৃত সাগরে যাও, যাবে তাপ পাবে শান্তি, সকলের ই প্রতি আছে মুক্ত তাঁর দ্বার॥ ১২০ ।

রাগিণী বিভাস।—তালা আড়া।

আজ কেন চারিদিক হেরি মধুময়।

হেরি অপরূপ মাধুরি সুনীল গগণে, হৃদয়ে অযুত চন্দ্রোদয়।

চন্দ্র বরষে আজ অমৃত কিরণ, ধীরে ধীরে কতই সুধা বহে সমীরণ; প্রভুর শুভ আগমনে হৃদয় কাননে, ফুটেছে প্রীতির কুসুমচয়॥ ১২১।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

এত দিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ রজনী
প্রকাশিল শুভক্ষণে নব বেশে দিনমণি।
দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্ব জনে জর জর,
পাঠালেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ পাশ বীর পরাক্রমে; ঊর্দ্ধদিকে

হস্ত তুলি, গাও তাঁরে সবে মিলি, জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয় ধ্বনি। ১২২।

রাগিণী গৌরসারেং।—তাল আড়াঠেকা।

ভুল না ভুল না প্রাণ সখারে ভুল না, যাতনা রবে না।

যাঁর প্রেম মুখ ছবি, আকাশে প্রকাশে রবি, সুধাধার জ্যোৎস্না।

কতবার প্রেমভরে দাঁড়ায়ে হৃদয় দ্বারে, ডাকিছেন তোমারে, সুমধুর স্বরে; কেমন পাষাণ মন, কেমন কঠিন প্রাণ, শুনিয়ে শুন না॥ ১২৩।

রাগিণী বাগেশ্রী।—তাল একতালা।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।

বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।

বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা,
ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে ॥ ১২৪ ।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

শান্তি নিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বল।
সংসারে শান্তির আশা, মরীচিকায় যথা জল।
কভু সুখ পারাবার, কভু হয় হাহাকার
জীবন যৌবন ধন সকলি অতি চঞ্চল।
আজ পুত্রের আলিঙ্গন, কাল্ তারে বিসর্জ্জন
আজ প্রিয় প্রেমালাপ, কাল্ বিলাপ কেবল;
সংসারের এই দশা, কোথায় শান্তির আশা,
শান্তিসুখ চাহ যদি, সেই আনন্দ ধামে
চল ॥ ১২৫ ।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

বল তাঁরে ভুলে থাক কোন্ প্রাণে। (রে
কঠিন মন।)

এমনি কি বেঁধেছ হৃদয় কঠিন পাষাণে।

স্নেহ ক্রোড় প্রসারিয়ে, প্রেমামৃত হস্তে লয়ে, নিয়ত ডাকিছেন যিনি পুত্র সম্বোধনে; সুখের সামগ্রী কত, দিতেছেন অবিরত, কেমনে হবে বিস্মৃত, সেই জীবনের জীবনে।

ক্ষুধারকালে দিয়ে অন্ন, করেন যিনি পোষণ, বিপদে আশ্রয় দিয়ে, রাখেন যতনে; মাতৃ স্নেহ প্রকাশিয়ে, চক্ষের জল দেন মুছায়ে, শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে, বুঝান প্রবোধ বচনে।

ওরে অকৃতজ্ঞ চিত, এই কি তব উচিত, হয়ে এত সুশিক্ষিত, এই কি পরিণামে; স্বাধীনতা লাভের ফল, শেষে কি এই হইল, জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা, পেয়েছ কি ইহার জন্যে ॥ ১২৬।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল একতালা।

মরি কি সুখের সম্বন্ধ।

- যিনি মহান্ অনন্ত, দেখেন পুত্র ভাবে, এই মলিন মানবে, ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত।

অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হয়ে, ক্ষুদ্র কীট জীবে দেখেন চাহিয়ে; মরি কি আশ্চর্য্য (ভাইরে) দেখ রে ভাবিয়ে, এ হতে আর কি আছে আনন্দ।

এমন দয়াল পিতা কোথা পাবে আর, যিনি দীন দরিদ্রের লন সমাচার; গিয়ে পাপীর দ্বারে ডাকেন বারে বার, অন্ধে দেখাইয়া দেন স্বর্গের পথ।

ওরে ভ্রান্ত জীব এমন পিতা ছেড়ে, কেন সুখ অন্বেষণ কর অন্যত্তরে; এত দয়া তবু (মরিরে) চিন্‌লিনে তাঁহারে, সংসার মোহে হইয়ে অন্ধ ॥ ১২৭ ॥

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

কোথা যাস্‌রে ভাই তাঁর অন্বেষণে বল্‌ দেখি আমায়।

যে জন ডাক্‌তে জানে, কাতর প্রাণে, ঘরে বসে সে যে পায়।

গলায় আছে গলার হার, কোথায় যাস্‌ তাঁর তরে আর, ভাব বুঝে উঠা ভার; দেখ্‌ রে প্রেম নয়নে, হৃদয় ধনে, হৃদয় মাঝে পাবি তায়॥ ১২৮।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

ধর ধৈর্য্য ধর, ক্রন্দন সম্বর, আশা কর নিরাশ হইও না হইও না।

পাপীর ক্রন্দন শুনি, আসিবেন জননী, চিরদিন দুঃখ রবে না রবে না।

লয়ে প্রেম ক্রোড়ে বসায়ে আদরে, ভাসা-

ইবেন সবে আনন্দের নীরে ; মধুর বচনে, দিবেন শান্তি দীনে, শান্ত হও খেদ কর না কর না।

মুছাইয়ে চক্ষের জল, তাপিত প্রাণ কর্-বেন শীতল, করিবেন মঙ্গল সবে লয়ে শান্তি নিকেতনে ; শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি, মায়ে কি কখন, নির্দ্দয় হইয়ে পারেন করিতে শ্রবণ, লইবেন কোলে, পাপী পুত্র বলে. স্থির হও আর কেঁদ না কেঁদ না।

তাঁর স্নেহের নাই উপমা, অসীম তাঁর করুণা, ভাই রে, নির্ভর কররে তাঁতে অধীর হইও না হইও না ; দেখ রে দৃষ্টান্ত তোমার মত কত, শোকে তাপে যারা ছিল অভিভূত, চরণ ছায়ায়, পেয়েছে আশ্রয়, হয়েছে নির্ভয় দুঃখ পাবে না পাবে না ॥ ১২৯ ।

রাগিণী সরফরদা। তাল আড়াঠেকা।

হে মন কর আত্মানুসন্ধান, রবিজ ভয় রবে না রবে না।

পঙ্কজ দল জল, ইব জীবন চঞ্চল, ধন জন চপলা সমান, রবে না রবে না।

মোহ পাশবন্ধন, জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন, সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ; এখনি হইবে সুখী, আত্মাতে আত্মারে দেখি, কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান, ভুল না ভুল না॥ ১৩০।

রাগিণী বেহাগ।—তাল কওয়ালী।

উঠ ওহে জাগো, না রহিও ঘোর নিদ্রাতে, দীন হীন মলিনতা দূর কর, মৃত দেহ সমান হে রবে কত।

সব যাত্রী গেল পার হইয়ে, দেখ চাহিয়ে,

আর বিলম্ব হে ভাল নয় ; উঠ চল কর ত্বরা, সেই শান্তি গৃহ পাইবে ॥ ১৩১ ॥

রাগ মেঘ।—তাল ঝাঁপতাল।

বিপদ-রাশি দুঃখ দারিদ্র্য কি করে।

যে নিরঞ্জন পরমে ধ্যান-ধরে।

কি ভয় লোক-ভয়ে ; বিশ্বপতি মহেশ রাজ-রাজের প্রসাদ বারিগুণে, বিপদ সাগর অনায়াসে তরে।

নিয়ত বহে আনন্দ পবন, তাহে পাই নব জীবন, নিমেষে সকল পাপ তাপ হরে ; হৃদয় আকাশে, জোৎস্না প্রকাশে, যখন দেখি সেই করুণাকরে ॥ ১৩২ ।

রাগিণী কাফি।—তাল আড়াঠেকা।

আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে।

হারায়ে জীবন শরণে জীবনে কি কায আমার।

ঐহিকের সুখ যত, জানি তা কায নাই সে সুখে সে ধনে; হারায়ে জীবনশরণে, জীবনে কি কায আমার॥ ১৩৩। দ৫

রাগিণী ছায়ানট।—তাল আড়াঠেকা।

জান না রে কত তাঁর করুণা।

যে জন দেখে না চাহে না তাঁরে, তারেও করিছেন প্রেম দান।

রসনা যাও তাঁর নাম প্রচার, তাঁর আনন্দ-জনন, সুন্দর আনন, দেখ রে নয়ন, সদা দেখ রে॥ ১৩৪।

রাগিণী রামকেলী।--তাল আড়াঠেকা।

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন।

ভ্রমেও না ভাব, হবে নিশ্চয় মরণ।

বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।
অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্ব্বিশেষ,
মরণ সময়ে বন্ধু এক মাত্র তিনি হন ॥ ১৩৫।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল ধিমে তেতালা।

এমন দিন না রবে তা জান।
এসেছিলে একেলা, একা যাইবে।
চির দিন রহিবে যে ধন, সেই ধনে রাখ যতনে ॥ ১৩৬।

রাগিণী কুকব।—তাল আড়াঠেকা।

কেন ভোল ভোল চির-সুহৃদে, ভুল না চির-সুহৃদে।

ধন প্রাণ মান সকলি যাঁ হতে, এমন সুহৃদে কেন ভোল।

থেক না থেক না, তাঁহতে অন্তর, তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল, চির-জীবন সখা চির সহায়ে, করুণানিলয়ে কেন ভোল ॥ ১৩৭।

রাগিণী বেহাগ।—তাল রূপক।

প্রেম মুখ দেখ রে তাঁহার।

শুভ্র সত্য-স্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা তাঁর।

যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার; সর্ব্ব সম্পদ তাঁহে মেলে, যখন থাকি তাঁর সাথ।

না থাকে সংসার তাপ, করেন ছায়া দান; সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।

যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে

প্রাণ; ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব দান॥ ১৩৮।

রাগিণী বেহাগ।—তাল ধামাল।

অমৃত ধনে কে জানে রে, কে জানে রে।

প্রখর-বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে, তিনি হে অকিঞ্চন গুরু।

ব্যাকুল অন্তরে, চাহ রে তাঁহারে, প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে; প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফেরে॥ ১৩৯।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল চৌতাল।

জননী সমান, করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহ গুণে।

মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহ নীর, দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।

পাপী তাপী, সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া ; কে বা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে ।। ১৪০ ।

রাগ গৌড়মল্লার ।—তাল চৌতাল ।

গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ, জনহৃদয় প্রফুল্ল কর চন্দ্র তারা, (সবে মিলে মিলে) ।

সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়ে গগণ মেদিনী, মহেশের মহৎযশ ঘোষ বারিদ (সবে মিলে মিলে) ।

প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল-কুসুম বন-রাজি, অগ্নি তুষার কেহই থেক না নীরব ; যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র, সবে আনন্দ রবে, গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম, (সবে মিলে মিলে) ।। ১৪১ ।

রাগিণী হাম্বীর।—তাল ধামাল।

আজি সবে গাও আনন্দে, তাঁর পবিত্র নাম লইয়ে জীবন কর সফল।

সরল হৃদয় লয়ে, চল সবে অমৃতের দ্বারে কত সুধা মিলিবে।

দুর্ব্বল সবল ভীরু অভয়, অনাথ গতিহীন হয় সনাথ; সেই প্রেমশশী যবে, মধু বরষে সাধুর হৃদয়াধারে। ১৪২।

রাগিণী কানেড়া।—তাল চৌতাল।

কে জানে মহিমা বিভু তোমার।

বলিব কি বচন নাহি, সবে অবাক্ না পেয়ে অন্ত তোমার।

তব রাজ-সিংহাসন অসীম আকাশে, তুমি অনাদি অনন্ত অবিনাশী।

যথা যাই যথা চাই, দশ দিকে তব নাম প্রচার, সব জগত পূরিত তব মঙ্গল গীতে; কোথায় দিব হে দেব উপমা তোমার, মহারাজ-রাজ দেব-দেব বিশ্ব ভুবন শোভা॥ ১৪৩॥

রাগ ভৈরব।—তাল আড়মধ্যমান।

জয় ভব-কারণ, জগত-জীবন, জগদীশ জগ-তারণ হে।

সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাৎপর, তব ভাব কে বুঝিবে হে।

অরুণ উদিল, ভুবন ভাসিল, তোমার অতুল প্রেমে হে।

বিহঙ্গমগণ, মোহিয়ে ভুবন, কাননে তব যশ গায় হে।

হে জগতপতি, তব পদে প্রণতি, এ দীন হীন জনার হে॥ ১৪৪॥

রাগিণী দেশ।—তাল তেওট।

পরিপূর্ণমানন্দং।

অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানং।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহ বাচং বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যং॥ ১৪৫।

রাগিণী পরজ।—তাল চৌতাল।

অতুল জ্যোতির জ্যোতি।

গ্রহ তারা চন্দ্র তপন জ্যোতিহীন সব তথা।

এক ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভুবন, তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা, বিরচয়ে সতীর প্রেম, জননী হৃদয়ে করে বসতি।

অভ্রভেদী অচল শিখর, ঘন নীল সাগরবর, যথা যাই তুমি তথা; রবি কিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি, তব কান্তি

মেঘে ; সজন নগর, বিজন গহন, যথা যাই তুমি তথা ॥ ১৪৬ ।

রাগিণী কানেড়া ।—তাল তেতালা ।

অতুল করুণা তোমার, অনুপম দয়া, স্নেহের আকর প্রেমের সাগর ।

হৃদয়ের প্রিয় ধন, নয়ন অঞ্জন তুমি, সন্তাপ-হরণ, হায় রে, জগতের আনন্দ সুধাকর ॥ ১৪৭ ।

রাগিণী টোড়ী ।—তাল কাওয়ালি ।

অপার করুণা তোমার, জগতের জনক জননী অখিল বিধাতা ।

নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব, কি দিব তোমায়, কি আছে আমার ।

সব মোর লও তুমি, প্রাণ হৃদয় মন, তোমা

বিনা চাহি না চাহি না কিছু আর ; সম্পদ বিষসম তোমায় ছাড়ি, না জানি কি রস পায়, বিষয়-রসে তোমারে ভুলিয়ে ॥ ১৪৮ ৭০

রাগিণী ইমন।—তাল আড়া।

করুণার নাহি পার, কে করে সীমা তাঁহার।

অমৃত সাগরে ভাসে, নিখিল সংসার।

সকলে সমান ভাব, কাহার নাহি অভাব, অপার ভাণ্ডার তাঁর অবারিত দ্বার ; যাহা চাও তাহা পাবে, স্বহস্তে সব আনিবে, রাজ রাজেশ্বরের রাজ্যে অভাব কাহার।

হেন রাজ্য কোন জন, করিয়াছে দরশন, ভকতের বাঁধা যথা জগত-জীবন ; বারেক ডাকিলে পরে, আর না রহিতে পারেন, বলেন ঐ ডাকিছে মোরে সন্তান আমার ॥ ১৪৯।

রাগিণী ইমনকল্যাণ।—তাল চৌতাল।

তুমি জ্ঞান প্রাণ, তুমি সত্য তুমি সুন্দর তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে; তুমি দীন-শরণ, তুমি গুরু পিতা পাতা।

তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতিস্বরূপ, তুমি সর্ব্বসুখদাতা।

তুমি নিত্য তুমি পুরাণ, তুমি পরম, তুমি অমৃতসেতু, তুমি অগম্য অপার; প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত, অনাদি-অদ্ভুত-কারণ, তুমি সকলের মূলাধার॥ ১৫০।

রাগ ভৈরব।—তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা।
.আজি কর রে জীবনের ফল লাভ।

হৃদয়-থাল ভার, ভক্তি-পু-ষ্পহার, প্রভুর চরণে ছাও রে ছাও।

নব নব রাগ রচিত বন্দ মালা, গাঁথি গাঁগি দে উপহার ; বিশ্বাধার-প্রভু সেই, যশোগীত তাঁরি, প্রচার সকল সংসার ॥ ১৫১ ॥

ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন ।

আর কি দেখ রে সদা শুদ্ধ শান্ত মনে।
সচৈতন্যে পূর্ণব্রহ্মে ডাক।

তেজিয়ে সংসার আশা, পূর্ণ কর মন আশা, যে জন্যেতে ভবে আশা, দেখ যেন ভুল নাক।

ধন জন যৌবন, লজ্জা ভয় অভিমান, সকল দিয়ে বিসর্জ্জন, পিতার চরণতলে পড়ে থাক ॥ ১৫২ ॥

চল ভাই সবে মিলে যাই সে পিতার ভবনে। শুনেছি নাকি তাঁর বড় দয়া রে দুখীতাপী কাঙ্গাল জনে।

কাঙ্গাল বলে দয়া করে, কেউ নাই আমাদের ত্রিভুবনে ; আর কে বুঝিবে মর্ম্ম ব্যথা, (আর যেবা জানে রে), সেই দয়ার সাগর পিতা বিনে।

দ্বারে গিয়ে কাতর স্বরে, পিতা বলে ডাকি সঘনে ; তিনি থাকিতে পার্‌বেন না কভু, (তাঁর বড় দয়া রে), পাপীদের কান্না শুনে।

নিরাশ্রয় নিরুপায় যত, নিতান্ত সম্বল বিহীনে ; সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু উদ্ধা-রিবেন নিজ গুণে।

দুর্ব্বল অসহায় দেখে, কিছু ভয় কর না মনে ; ওরে অনায়াসে তরে যাবে সেই সুধামাখা দয়াল নামে।

চল সবে ত্বরা করে, কিছু সুখ আর নাই এখানে ; এক বার জুড়াই গিয়ে তাপিত হৃদয়, লুটায়ে তাঁর শ্রীচরণে, (প্রাণ শীতল হবে রে।

অজ্ঞান দীন দরিদ্র, যত পতিত সন্তানে ; পিতা অধমতারণ, বিলাচ্চেন ধন আয় রে সবে যাই সেখানে, (দুঃখ দূরে যাবে রে ॥ ১৫৩ ।

শান্তি ধামে যাবে যদি, ভক্তি পথে চল রে। সেই আনন্দ ধামে যাবে যদি, তবে হৃদয় কর সরল রে।

লও সাধু সঙ্গ, কর না বিলম্ব, কর দয়াল নাম পথের সম্বল রে।

রে পাষাণ মন, ত্যজ অভিমান, তোর যে পাপের ভরা পূর্ণ হল রে।

ব্যাকুল হৃদয়ে ডাক দয়াময়ে, সেই পথে তিনি মাত্র সহায় কেবল রে ॥ ১৫৪ ।

একবার চল্ সবে ভাই, ধীরে ধীরে যাই, পুণ্যময়ের পুণ্যালয়ে ; জুড়াই তাপিত আঁখি হেরি রাজরাজেশ্বরে।

পিতার দয়ার গুণে, এসেছি এই বঙ্গ ভূমে, কি মহেন্দ্র ক্ষণে ; আজ মনের আশা পূর্ণ করে, পিতার নাম বল্‌ব বদন ভরে।

অনন্ত পুণ্যের জলে, নিবাইয়ে পাপানলে, যাই পিতার রাজ্যে চলে ; পিতার পুণ্যময় চরণ চন্দ্রে, একবার ধরি গিয়ে ঊর্দ্ধ করে।

কি দিয়ে তোমার ধার, শুধিব আমরা এবার, হে পুণ্যের অবতার ; একবার লুটাই তোমার পুণ্যময়, পুণ্যময় সিংহাসনের প্রান্তরে ॥ ১৫৫।

একবার ডাক্‌রে দিন যায় বয়ে।

ডাক তাঁরে পিতা বলে চরণ ধরিয়ে, (একবার ডাক ডাকরে)।

ডাক তাঁরে হৃদয়ের কবাট খুলিয়ে, (এক বার ডাক্‌ ডাক্‌ রে)।

অনায়াসে তরে যাবে ভব পার হয়ে, (পতিত পাবন নামের গুণে রে)।

কি করিলে ভবে আসি জনম লইয়ে, (কেবল এলে আর গেলে রে)।

শমন নিকটে তোর রয়েছে বসিয়ে, (চেয়ে দেখ্ দেখ্ রে)।

যখন কৃতার্থ লইয়ে যাবে কেশেতে ধরিয়ে (তখন কি হবে রে)।

ভাই বন্ধু দারা সুত যাইবে ফেলিয়ে, (কেহ সঙ্গে যাবে না রে ॥ ১৫৬ ।

পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই।

পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।

পতিতপাবন পিতা, ভকতবৎসল ; উদ্ধারেন পাপী জনে, দেখি অসহায় রে।

প্রেমের জলধি তিনি, সংসার পাথারে ; পতিত দেখিয়ে দয়া, তাই এত হয় রে।

বিলম্ব কর না আর, ভুলিয়ে মায়ায় ; ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে ॥ ১৫৭ ।

হৃদয় পরশ মণি আমার।

নয়নের ভূষণ আমার, বিভু দরশন, বদনের ভূষণ আমার, তাঁর গুণ গান; ভূষণ বাঁকি কি আছে রে, জগচ্চন্দ্র হার পরেছি।

হস্তের ভূষণ আমার সে চরণ সেবন, কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ; ভূষণ বাঁকি কি আছে রে প্রেমমণি হার পরেছি॥ ১৫৮॥

চল্ চল্ চল্ পুরোবাসিগণ, যদি দেখ্‌বি মায়ের শ্রীচরণ।

যাঁরে দেখ্‌বি বলে দিবানিশি কত করেছিস রোদন, (হেদেরে ও পুরোবাসি)।

(ভাই) চল সকলে যাই, মায়ের চরণে লুটাই (আজ প্রাণ ভরে মা মা বলে); মনের সাধে চিরদিনের আশা করি গে পূরণ।

ফেলে দে তোদের সংসার কাজ, মিছে আর করিস্‌নে ব্যাজ, (তোরা আয় আয়

আয় ত্বরা করে) ; যাঁরে দেখবি বলে উদ্দেশেতে ঝরিতেছে দু নয়ন ॥ ১৫৯ ।

দিন যায় যায় যায় যায়, মিছে কাজেতে দিন যায় ।

কত দিন আর থাক্‌বে রে মন অজ্ঞান নিদ্রায় ।

মজ না মজ না রে মন বিষয় মায়ায় ।
সংসারের সুখ সম্পদ্ চিরস্থায়ী নয় ॥
কোথা থেকে এসেছিলে, যাইবে কোথায় ।
ভব পারে যেতে হবে, ও তার কি কর উপায় ॥
এখন লও রে জীব, পরব্রহ্মের চরণে আশ্রয় ।
তিনি বিনা পরিত্রাণ নাহিক কোথায় ॥ ১৬০ ।

প্রেমধামে কে যাবি আয় ।
সবে আয় আয় আয় ।
রোগ শোক পাপ তাপ নাহিক যথায় ।

প্রেমময়ে দেখি যথা হৃদয় জুড়ায়।
আয় রে ব্যাকুল হয়ে আয় আয় আয়।
কত আর জ্বলিবে বল সংসার জ্বালায়।
জীবন যৌবন ধন যে দিল সবায়।
প্রেমভরে লুটায়ে পড় তাঁর পায় ॥ ১৬১।

ব্রহ্মনাম গাও সদা হৃদয় ভরিয়ে।
প্রেমভরে গাও সদা আনন্দহৃদয়ে।
নগরে নগরে গাও প্রতি ঘরে ঘরে, (মধুর ব্রহ্ম নাম রে)
পরব্রহ্মের জয়ধ্বনি কর দেশ দেশান্তরে।
সকল স্থানেতে যিনি আছেন ব্যাপিয়ে,
চেয়ে দেখ্ দেখ্ রে)।
হৃদয়ে আছেন যিনি দেখ রে চাহিয়ে।
কত মহাপাপী তরে গেল যে নাম স্মরিয়ে,
(পতিত-পাবন নামের গুণে রে)
আনন্দ হৃদয়ে গাও মৃদঙ্গ বাজায়ে ॥ ১৬২।

অখিল তারণ বলে একবার ডাক তাঁরে।

ডাক তাঁরে ভক্ত সঙ্গে, ভাসি সবে প্রেম-তরঙ্গে, দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে। (একবার হৃদয় খুলে)

যদি ভবসিন্ধু পারে যাবে, ডাক তাঁরে ত্বরা করে, দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে (একবার মনের সাধে)॥ ১৬৩

পতিতপাবন, ভকতজীবন, অখিল তারণ, বল রে সবাই।

বলরে বলরে বলরে সবাই।
যাঁরে ডাকলে হৃদয় শীতল হবে।
যাঁরে ডাকলে পাপী তরে যাবে।
ওরে এমন নাম আর পাবি না রে॥ ১৬৪

দয়াময় কি মধুর নাম।
আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে, কি মধুর

নাম। নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে কি মধুর নাম

এ নাম কোথা ছিল কে আনিল, কি মধুর নাম।

এ নাম জীবের ভাগ্যে এসেছিল, কি মধুর নাম।

এনাম জীব তরাতে এসেছিল, কি মধুর নাম।

এ নাম জীবের মুখে শুনতে ভাল, কি মধুর নাম।

এ নাম তোমরা বল আমরা শুনি, কি মধুর নাম।

নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল কি মধুর নাম।

নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল কি মধুর নাম।

আমার নামে অঙ্গ শীতল হল, কি মধুর নাম।

আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল, কি মধুর নাম।

আমার নামরসে মন মাতিল রে, কি মধুর নাম।

আমার সুধারসে মন মাতিল, কি মধুর নাম।

আমার প্রেমসিন্ধু উথলিল, কি মধুর নাম॥ ১৬৫

নির্ম্মল হইবে যদি, মুখে দয়াল বল রে।

নির্ম্মল হইবে যদি (রসনা রে), প্রভুর নাম রসানে মাজ হৃদি রে।

ঐ দয়াল নাম সুধাসিন্ধু, সে নাম কর্ণে লও রে এক বিন্দু, (ও রে রসনা)।

ঐ দয়াল নাম সিংহেরি শব্দ, শুনে অরিগণ সব হয় স্তব্ধ, (ও রে রসনা) ॥ ১৬৬।

পিতার দয়াল নাম সুধারসে আমার মন কেন না মজিল রে।

আমার মন মন কেন না মজিল রে।

আমি না জানি কি অপরাধে না মজিল রে।

আমি না জানি কোন্ মহাপাপে না মজিল রে।

এমন জনম বিফলে গেল না মজিল রে ॥ ১৬৭।

প্রভু দয়ার সাগর।

দয়ার সাগর প্রভু, প্রেমের সাগর।

একবার দাঁড়াও আমার বক্ষস্থলে, আমার সকল পাপ যাক্ চলে।

যদি চন্দ্র সূর্য্য যায় চলে, তবু তোমার দয়া নাহি টলে॥ ১৬৮।

বল আনন্দ বদনে ব্রহ্মনাম।

হল দুঃখ অবসান, পিতা আপনি কল্লেন বিধান, দিয়ে ভক্তি দান; আর ভয় নাই ভয় নাই পরিণাম।

দুঃখী তাপী যে থাক, বদন ভরে সেই পিতায় ডাক, ডাকিয়ে দেখ; সিদ্ধ হবে হবে মনস্কাম।

পিতা পরম দয়াল, নামে আপনি কাটে মায়াজাল, ভবের জঞ্জাল; হবে সুখ শান্তি অবিরাম।

দয়ার নিধি পিতা আমার, পাপী সন্তানে অধিক তাঁর, করুণা বিস্তার ; তিনি কভু কারও নহেন বাম ॥ ১৬৯ ।

চাই দয়ালের নাম চাই প্রেম চাই আর অভয় চরণ চাই।

আমি সামান্য ধন নাহি চাই।

দয়াল নামে কতই সুধা, খেলে যায় তৃষ্ণা ক্ষুধা, কত সুখোদয় হয় ; প্রেম রসে ডুবে থাকি সদা সর্ব্বদাই।

নামে রুচি প্রেমে রুচি, চরণ চাঁদে সদাই রুচি, আমি খেলে বাঁচি অন্য আস্বাদন ; আমি দুঃখী হে জনম দুঃখী হে, ও পরশে পবিত্র হতে চাই ॥ ১৭০ ।

এস হে, এস ওহে প্রভু কাঙ্গাল শরণ।

একবার হৃদয় মাঝে দাও হে দরশন।

তোমার দীন হীন সন্তানে ডাকে, এস হে, ডাকে পড়িয়ে ঘোর বিপাকে।

এদের নাইকো পিতা নাইকো মাতা, এস হে, কেবল তুমি মাত্র সহায় হেথা।

পাপী যাবে না আর তোমায় ছেড়ে, এস হে, একবার এস প্রভু কৃপা করে।

তুমি দুঃখী তাপীর পিতামাতা, এস হে, এরা তোমায় ছেড়ে যাবে কোথা।

একবার দয়া করে চেয়ে দেখ, এস হে, ও নাথ ভুলনাক পায়ে রেখ।

তুমি নিরুপায়ের একই আশা, এস হে, ও নাথ দেখে যাও পাপীর দশা।

এরা পাপার্ণবে ডুবে মরে, এস হে, এবার উদ্ধার হে দয়াকরে।

পাপী পড়্‌লো তোমার চরণ তলে, এস হে, নাথ থেক না থেক না ভুলে॥ ১৭১।

পাপীর দশা কি করিলে ওহে দয়াময়।
অধমে দিতে হবে পদাশ্রয়।

আমার ফুরাল সব দিন, নিকটে শেষের সে দিন, যেন সময় থাকিতে প্রভু হয় উপায়।

পড়িয়ে সংসার প্রান্তরে, ভয়ে প্রাণ যে কেমন করে, শুষ্ককণ্ঠ হয়ে প্রভু ডাকি হে তোমায়; করে আছি হে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি, কর কর হে কৃপা বৃষ্টি, আমি রয়েছি পিপাসু চাতকের প্রায়।। ১৭২।

আর কত কাল, পিতা বল গো কাঙ্গালের পানে, পাপী বলে ফিরে তুমি চাবে না।

পিতা পাপী দ্বারে, ডাকে কাতরে, একবার দেখ চেয়ে, দয়া করে চরণতলে রাখ আমারে; নাথ দুরন্ত রিপুগণে, বধে গো তোমার সন্তানে,

তোমার কৃপা বিনে, হে দয়াময় পাপীর প্রাণ আর বাঁচে না।

পিতা বল সে দিন হইবে কখন, পেয়ে ও চরণ, জুড়াইব অনেক দিনের জ্বলন্ত জীবন; পড়ে রইলাম গো তোমার দ্বারে, সময় হলে চেও ফিরে, আমি জেনেছি ঐ চরণ বিনা মনের আগুন নিব্‌বেনা॥। ১৭৩

একবার এস হে, একবার এস হৃদি মন্দিরে।
কাঙ্গাল ডাকে অতি কাতরে।

প্রভু এস হে নৈলে ভজন হীনের উপায় নাই হে।

একবার এস হে, নৈলে কাঙ্গাল বয়ে যায় হে॥ ১৭৪।

আসিয়ে ভবসাগরে, ভাসি অকুল পাথারে।
একবার দেখ হে ভবকাণ্ডারী।

আমরা যে দিকে চাই না দেখি কূল; তাইতে ভাবিয়ে হয়েছি আকুল হে; দয়াময়, অকূলে কূল দেও কাতরে।

তোমার দয়াময় নাম শুনে, আমরা এসেছি সব পাপীগণে; নিজগুণে পার কর অধম নরে।

একে ভবনদীর তুফান ভারি, তাহে তরঙ্গ দেখিয়ে ডরি; চরণ তরি, দিয়ে পার কর অধম পামরে॥ ১৭৫।

পিতা খোল দ্বার, এসে দেখ হে দয়ার নিধি, অপরাধী সন্তানে।

আমি সেই তোমার পাষণ্ড সন্তান, করে অপমান, দগ্ধিয়াছি বারে বারে পিতা তোমার

প্রাণ ; আমার কোথায় কি আছে সুখ, ত্রিসংসার হয়েছে বিমুখ, তোমার প্রসন্ন মুখ তোল পিতা হেরি একবার নয়নে।

আমার অস্থি চর্ম্ম হয়েছে গো সার, দেখ্ছেছি আঁধার, অনাহারে পিপাসায় প্রাণ কচ্চে হাহাকার ; পিতা সদাব্রত তোমার দ্বারে কখন কেউ না যায় ফিরে, আমি পুত্র হয়ে অনাহারে হারাব কি জীবনে।

তুমি নিজে প্রাণ দিয়েছ আমায়, কি বল্ব আর, তাই ভেবে তোমার কাছে এলাম গো আবার ; আমার অপরাধ সব যাও গো ভুলে, দয়া কর সন্তান বলে, আজ সাধ পুরে একবার পিতা লুটাই তোমার চরণে ॥ ১৭৬ ॥

করযোড়ে করি পিতা এই নিবেদন।

যদি সহস্র দুঃখে করে নির্যাতন, তবু যেন প্রাণান্তেও ছাড়ি নাহে তোমার ঐ চরণ।

মনে ভয় হয়, ওহে দয়াময়, পাছে আবার তোমায় ছেড়ে যাই কোথায়; তাই ডাকি হে বারে বারে, আশীর্ব্বাদ কর মোরে, যেন পাপ সাগরে আবার না হই হে মগন।

পিতা সদা কাল থেক আমার সম্মুখে, কভু চরণ ছাড়া কর না পাপীকে; পাপ প্রলোভন চারিদেকে, আতঙ্কে প্রাণ কাঁপে, কখন কোন্ বিপদ্ ঘটে তার নাহি নিরূপণ।

দিয়ে ন্যায় দণ্ড, কর হে বিচার, সকল অপরাধ হতে আমায় দাও নিস্তার; করি কাতরে প্রার্থনা, আর পরীক্ষায় এন না, এখন এই কর যাতে রক্ষা পায় এ পাপীর জীবন ॥ ১৭৭।

পাপী জনে কেন এত দয়া হয়, দয়াময় হে।

আমি ছেড়ে তোমায়, থাকি ঘোর মায়ায় আন কেশে ধরে পূজিতে তোমায়; আমি

জেনেছি দয়াময়, ঐ নামে তরে যায়, পাপী তাপী হে তুমি কৃপা করিয়ে মোরে দাও অভয়।

কি সম্পদে, কি বিপদে, রেখ অধমের ভক্তি ও পদে; নিত্য ভৃত্য করিয়ে রেখ, চিরদিন কাছে থেক, ছেড় না হে, যেন ডাকিলে পাপী তোমার দেখা পায় ॥ ১৭৮।

নাথ তোমার করুণায় সকল আশা হয় পূরণ।
তবু বিগলিত হয় না কেন পাষাণ মন।

যখন যা করি বাসনা, কিছুতেই বঞ্চিত কভু কর না, বিনা প্রার্থনায় কত সুখ কর বিতরণ।

কত অসম্ভব, দেখি হয় সম্ভব, তোমার প্রেমের রাজ্যে কিছুর নাই অভাব; তুমি দেখালে চমৎকার, আশ্চর্য্য কত ব্যাপার, অন্ত নাহি তার, যাহা কল্পনায় ভাবি নাই আমি কখন।

এ পাপ জীবনে কত দয়া দেখ্‌তে পাই, যাহার মতন কার্য্য কিছু করি নাই; আমি ছিলাম ঘোর অন্ধকারে, আনিলে উদ্ধার করে, কেশেতে ধরে, দিলে পিতা বলে করিতে সম্বোধন।

কত অসাধ্য হইল সাধন, দেখে অবাক্ হলাম্ না সরে বচন; তুমি দুঃখীকে কর ধনী, মূর্খকে কর জ্ঞানী, তাত জানি হে, কর পাপীকে পুণ্যবান্ দিয়ে শ্রীচরণ।

হায় দুঃখেতে বুক ফেটে যায়, তবু ভাল বাস্‌তে পারি নে তোমায়; কেন আমার এমন হল, হৃদয় শুকায়ে গেল, কি করি বল, এছার জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বন॥ ১৭৯।



দীননাথ মনে বড় হতেছে ভয়।

এত যতন করিলাম তবু পাপমন বশ না হয়।

মনে ভাবি বারম্বার, ও পদ ভুল্‌ব না আর, কুচিন্তা কুভাবে ভুলে সে ভাব মনে না রয়।

জানিলাম তব দয়া বিহনে, পাইব না তব শ্রীচরণ; অতএব পূরাও হে আশ, কর মম হৃদে বাস, দেখিতে দেখিতে আমার যেন প্রাণ অন্ত হয়॥ ১৮০।

নাথ আমার এই ভাবে যদি যায় হে এ জীবন।

আমার গতি কি হবে হে অধমতারণ।

হয়ে অনিত্য সুখের অধীন, ইন্দ্রিয় বশে গেল চির দিন, আমার কুভাবই স্বভাব হয়েছে এখন।

স্মৃতি বুদ্ধি মন, শ্রবণ লোচন, সব দিয়েছিলে হে যত প্রয়োজন; আমি তোমারি দত্ত ধনে,

বাদ সাধিলাম তোমারি সনে, এখন ধনে প্রাণে বুঝি হলাম নিধন ॥ ১৮১ ।

নাম তোমার দয়াল প্রভু, আমি শুনেছি হে।
আমি তাই শুনে এসেছি হে নিতে পদাশ্রয়।
ভিক্ষুক দ্বারে, তৃষ্ণায় মরে, দেখ দয়াময়; এবার শান্তি বারি, দিতে হবে, ছাড়্ব না তোমায়।
কত যে পাপ করিয়াছি ঢাকব কি তোমায়,
(সে সব) অন্তর্যামী, পিতা তুমি, জান্‌ছ সমুদয়।
তোমা বিনা আমার প্রভু কেহ নাহি আর, কে করে মোচন, এ পাপীর নাথ, মস্তকেরি ভার ॥ ১৮২ ।

হে দীনবন্ধু, অপার প্রেমের সিন্ধু, জগতবন্ধু।

আমাদের মনোবাঞ্ছা কর হে পূরণ।

আমরা জানি না কেমন করে, পূজিব হে তোমারে, একবার দয়া করে, (পাপী বলে), দাও তোমার ঐ শ্রীচরণ।

আমরা পাপভার স্কন্ধে লয়ে, আছি তোমার দ্বারে দাঁড়ায়ে, একবার দেখা দিয়ে, (পাপী-বলে,), কর হে দুঃখ মোচন ॥ ১৮৩

স্নেহ দেখে তোমার পিতা পাষাণ হৃদয় গলে যায়।

অধম তনয়ে কেন এত দয়া হয়।

পিতা হয়ে রক্ষা কর নিজ নয়নে, মাতা হয়ে সদা কাছে রাখ যতনে।

পিতা মাতা হয়ে দাসে কর স্নেহ দান, আবার এ পাপীর তুমি সঙ্গে থেকে কর পরিত্রাণ।

যতই আমি তোমায় ছেড়ে করি গো গমন, তুমি ততই আমার সাথে সাথে কর গো ভ্রমণ।

এতেও কি গো তোমার দয়া পড়্‌বে না মনে, (আজ পড়িলাম পিতা রাখ্‌তে হবে তব চরণে) আজ্‌ নিলাম শরণ অধমতারণ রাখ চরণে ॥ ১৮৪ ।

বাসনা করেছি মনে দেখিব তোমায়।

তোমার করুণা বিনা না দেখি উপায়।

পাপে মলিন আমি দিবস যামিনী, দয়া করি ত্রাণ কর দেখি দীন হীন হে।

দয়াময় নাম তোমার শুনিয়া শ্রবণে, লয়েছি শরণ পিতা দাও দরশন ॥ ১৮৫ ।

এস দয়াল দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু হে।

প্রভু বলেছ বলেছ তুমি, (পাপীর দশা দেখে হে), ভক্ত ডাকিলে আসিব আমি।

আমি এই মনে আশা করি, (দেখ প্রভু ভুল না হে), তোমার ঐ চরণ হৃদয়ে ধরি।

আমি তোমায় ছাড়া রইতে নারি, (ওহে দয়াল প্রভু হে), আমায় দেখা দেও হে কৃপা করি ॥ ১৮৬ ॥

আর কিছু নাহি চাই, যেন এই ভিক্ষা পাই।

হৃদয় মন ঐক্য করে, যেন এ জনমের তরে, আমি সর্ব্বস্ব সঁপিতে পারি হে তোমায়।

মায়ের কোলে শিশু যেমন, থাকে চিন্তা-ভয়হীন ; হিতাহিত যত তার, সকলই মায়ের ভার, নাথ সেই ভাবে রাখ হে আমায় ॥

রূপ গুণ যশ জ্ঞান, সুখ স্বাস্থ্য ধন মান ;

এসব বিষয় বাসনা, এই অনিত্য কামনা, যেন মনেতে স্থান আর নাহি পায় ॥ ১৮৭ ।

আর বল্‌ব কি যেমন তোমার ইচ্ছা হয়. দীনবন্ধু হে।

হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে, তোমার সম্পদ্‌ বিপদ আমার দুই সমান; তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল বিধি, গুণনিধি হে; তুমি নিদয় হইলেও বল্‌ব দয়াময়।

আমি না জানি স্তব স্তুতি, তথাপি পাব মুক্তি, তোমার উক্তি হে; তোমার দয়া বিহনে পাপী কোথায় যায় ॥ ১৮৮ ।

বিলম্ব কর না আর তারিতে আমায়।

পাপী ছেলে এসেছে দ্বারে, ডাকিতেছে কাতর স্বরে, দয়া করে লও গো ঘরে, পিতা দয়াময়।

পথে পথে দ্বারে দ্বারে, ভ্রমিলাম সুখেরি তরে, আমায় কেহ না ডাকিল, শান্তি না মিলিল, সংসার মাঝারে হে; আমি শুনেছি হে, তুমি পিতা শান্তি সুধা বিলাচ্চ সবারে; যে আসে আশা করে, সে আর নাহিক ফেরে; আমি বড় আশা করে, এসেছি হে দ্বারে; দেখ পিতা জুড়ায় যেন এ তাপিত হৃদয় ॥ ১৯৯।

প্রাণ কাঁদে মোর বিভু বলে কোথা তাঁরে পাই।

পাপমন কি সে ধন পাবে, পাপ তাপ দূরে যাবে, জয় জগদীশ বলে ডাকব উভরায়।

আমি পাপী দীন হীন, কেমনে পাব সে ধন রে; কবে প্রেমধামে যাব, আনন্দিত হব, পিতাকে দেখিব নয়ন ভরি রে; পিতা দয়াময় হে; সে দিন আমার কবে হবে, দুঃখের দিন যাইবে; একে তো দয়াল পিতা, তাহে পাপী-

গণ ত্রাতা রে; কত মহাপাপী জন, উদ্ধার হইল; তাই ভেবে ডাকিতেছি কোথায় দয়াময় ॥ ২০০ ।

আমায় তার হে তার বিপদ-ভঞ্জন, দয়া করে হে।

কোথা দয়াময়, দাও পদাশ্রয়, ডাকে কাতরে তোমার দীনহীন তনয়; নাথ দুর্ব্বলের তুমি বল, অনাথের আশ্রয় স্থল, একমাত্র হে; গতি মুক্তি হে তুমি পতিতপাবন।

পার করে এই ভবসিন্ধু, লও ও হে দীনবন্ধু, শান্তি ধামে হে; ঘুচাও কর্ম্ম ভোগ, জুড়াও এ তাপিত জীবন ॥ ২০১ ।

কোথায় দয়াময়, ডাকি কাতর হৃদয়ে তোমায়, দীনের প্রতি কর একবার করুণা।

পিতা আমি তোমার দ্বারের ভিখারী, বড় আশা করি, পড়ে আছি চরণতলে দিবা সর্ব্বরী ; একবার চেয়ে দেখ কাঙ্গালে বলে. যন্ত্রণায় মরি জ্বলে. আমি এ পাপ জীবন আর যে নাথ বহিতে পারি না।

ও নাথ সাধুমুখে শুনেছি বচন, লয়ে ও পদে শরণ, কত মহাপাপী পাইয়াছে অনন্ত জীবন ; তোমার করুণাময় নামের গুণে, বীজ অঙ্কুরিত হয় পাষাণে, আমি তাই শুনে, এসেছি নাথ, আর ত কিছুই জানি না॥২০২।

পিতা গো দেখা দেও।

আমায় দেখা দিয়ে প্রাণে বাঁচাও।

আমি তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন, তোমার দীনহীন অধম তনয়।

আমি একাকী অরণ্য মাঝে, আমার ভয়ে অঙ্গ অবশ হল।

কোথা রইলে হৃদয়ের ধন, কোথা রইলে প্রাণসখা দেখা দেও,

আমি আর যাব না পিতা তোমায় ছেড়ে, আমায় ক্ষম এবার দয়া করে ॥২০৩॥

আর কত দিন তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব বল নাথ।

দিয়ে দরশন, রাখ এ জীবন, হে কাঙ্গালের ধন।

আর কত দিন দয়াময়, কর্‌ব হে হাহাকার, যাতনায় হে, (এই বিষম রোগের যাতনায় হে), জ্বলিতেছি দিবা রাত।

কবে বল্‌ব হে ঘরে ঘরে, কাঙ্গাল (পাপী) দেখে প্রভু মোরে, দিয়েছেন পরিত্রাণ ॥২০৪॥

পড়ে অকূল ভবসাগরে তাই প্রভু ডাকি তোমারে।

আমি তরঙ্গে ডুবিয়ে মরি, আমায় উঠাও হে কেশে ধরে।

আশ্রয় বিষয় গাছের তলা, কিছুই আমার নাই, যা কর হে নিজ গুণে তোমারি দোহাই; তুমি দীনবন্ধু নাম ধরেছ, একবার দীনের প্রতি চাও ফিরে ॥২০৫।

পাপে চিরদিন, মজে পাষাণ সমান কঠিন, হয়েছে মন ফেরালে আর ফেরে না।

এখন হল দিন অবসান, ভয়ে কাঁপে প্রাণ, কি করিলাম কি হইল কি হবে বিধান; নিদ্রাভঙ্গ হয়ে এখন দেখি চৌদিকে বেড়া হুতাশন, আমার আর উপায় নাই, ডাকি হে তাই, কর নাথ করুণা ॥ ২০৬।

আহা কে দিবে এনে, ও সেই হৃদয়নাথে।

আমার যাঁর লাগি প্রাণ কাঁদে, হায়।

আমি কি লইয়ে থাকব এ সংসারে, হারায়ে জীবন সর্ব্বস্ব ধনে।

হায় কোথায় গেলে তাঁরে পাব, দেখে তাপিত প্রাণ জুড়াইব।

যদি এক বার দেখ্‌তে পেতাম তাঁরে, বল্‌তাম মনের দুখ প্রকাশ করে॥ ২০৭।

এ প্রাণ ধরি, আমি বল্‌তে নারি, ওহে যে দুখেতে তোমা বিনা, নাথ।

প্রাণ মন তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন, কেমনে তোমাবিনে ধরি জীবন, নাথ।

বল্‌ব কি আর আমি বল্‌তে নারি, যদি ঘুচাও দুখ দয়া করি, নাথ॥ ২০৮।

এই বাসনা মনে, যেন মায়ায় ভুলে তোমায় ভুলি নে, নিরন্তর রাখ্‌ব তোমায় নয়নে নয়নে।

ঘোর বিপদকালে, দিও দরশন, কর অভয় দান এ দুর্ব্বল সন্তানে।

মৃত্যু সঙ্কটে, থেক নিকটে, যেন ভয় পেয়ে হারাই নে তোমায়; ওহে অনাথ নাথ অনন্ত জীবনে সহায়; সেই অন্তিম কালে, যখন সবে যাবে ফেলে, তখন স্থান দিও দাসে অভয় চরণে॥ ২০৯।

দেও দেখা পাপীজনে, ওহে পতিতপাবন।

হয়ে অচেতন আছি হে নাথ, জীবন-মৃত্যু প্রায়।

তোমায় ছেড়ে এ জীবন অন্ধকার ময়, উদ্ধার কর হে পিতা দিয়ে পদাশ্রয়।

কেমনে দেখিব তোমায় এ পাপ নয়নে।
হয়ে অন্ধ প্রায় ভ্রমিতেছি সংসার কাননে।

কত দিন আর থাকৃব পিতা না দেখে

তোমার, একবার আসি হৃদয় মাঝে হও হে উদয় ॥ ২১০ ॥

প্রভু দয়াল, সাধুমুখে আমি শুনেছি, অকূল পাঁথারে পড়ে ডাক্‌তেছি।

আমায় দিয়ে চরণতরী, উঠাও হে কেশে ধরি, আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।

অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি, অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি; তুমি করিয়ে অধম তারণ, নাম ধর পতিতপাবন, তা তো অধম জনা হতে জেনেছি।

করিতে পাপী উদ্ধার, হয়েছ প্রকাশ এবার, মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর; প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তার দশা এমন কি হয়, আমি পাপার্ণবেতে ডুবে রয়েছি ॥ ২১১ ॥

মধুর ব্রহ্মনাম, আমি কি শুনিলাম।

গেল হৃদিতাপ দূরে গেল, জুড়াইল প্রাণ আমার, (নামের গুণে)।

নাম শুনে যাঁর আঁখি ঝরে, দেখা যদি পাই তাঁরে, সেই যতনের ধনে; ভাসি প্রেম-রসে, রাখি তাঁরে, হৃদয় মাঝারে, (প্রেমময়ে রে) ॥ ২১২ ।

নাথ আমায় করুণা করিবে না কি বলে।

কারে বঞ্চিত করেছ হে কোন্ কালে।

পাপে তাপে তৃষিত হয়ে, একবার যে ডাকে আকুল হৃদয়ে, তারে শীতল কর কৃপাসিন্ধু জলে।

কত কুপুত্র তোমার দেখ্‌তে পাই, তব ত্যাজ্য পুত্র কভু শুনি নাই; হয়ে সহস্র অপরাধী,

কাতরে একবার কাঁদে যদি, তারে তখনি তনয় বলে লও কোলে ॥ ২১৩ । ১০৪

তুমি দয়াময় দয়াময় দয়াময়, তুমি দয়াময়।

আমি জেনেছি হে, (ওহে দয়ার ঠাকুর,) এই পাপ জীবনে পাপী ডাক্‌লে তোমার দেখা পায়।

নিরাশ কূপে পড়েছিলাম, সকল আঁধার দেখ্‌তেছিলাম, তুমি এসে বল্লে নাই ভয় তনয়।

পাপী ছেলে বলে এত দয়া, আমি দেখি নাই এমন পিতা কোথায়।

দীনে দয়া যদি করেছ, চরণ তলে যদি এনেছ, তবে ঐ চরণে বাঁধ আমায়।

আজ্ হতে আমি বল্‌ব সবায়, পিতা বিপদে দিয়েছেন অভয় ॥ ১১৪।

হে করুণানিধান, দিয়ে শ্রীচরণে স্থান, কর শান্তিদান, আর কত দিন এই ভাবে করিব ক্রন্দন।

আমি বিষম পাপ সংগ্রামে, অস্থির হয়েছি প্রাণে ; একবার ক্ষত অঙ্গে দাও তোমার শীতল চরণ।

দেখে চারিদিক্ প্রতিকূল, ভয়ে প্রাণ হয় আকুল ; একবার হও অনুকূল, (দয়া করে), নৈলে বাঁচে না জীবন॥ ২১৫।

পাপী বলে কি ছাড়িবে পিতা দয়াময়, তবে কি কাঙ্গালের আর নাই উপায়।

আমি শুনেছি ভক্ত স্থানে, পাপী ডাকিলে কাতর প্রাণে, তুমি থাকিতে পার না হে দয়াময়।

করিয়াছি পাপ কত, দিবানিশি অবিরত,

স্মরণে এখন প্রভু কাঁপিছে হৃদয়; এ পাতকী নরাধমে, হবে তারিতে দয়াল নামে, শীতল কর নাথ দিয়ে চরণে আশ্রয়॥ ২১৬।

আমি পাপে তাপে জর জর, তুমি করুণার সাগর, তাই তোমারে ডাকি দয়াময়, (ওহে অনাথ শরণ)

আমি পাপ বিষ করেছি পান, আমায় কর কর ত্রাণ, চরণে শরণাপন্ন হে, (পাপীর গতি নাই আর)॥ ২১৭।

এমন সুধামাখা দয়াল নাম কেন নিলি না রে মন।

এ নাম দেবতার দুর্ল্লভ হয় রে, নামে পাষণ্ড করে দলন।

যোগী জপে যোগধ্যানে, ভক্ত রাখে হৃদা-

সনে ; এ নাম নিরুপায়ের উপায় হয় রে, এ নাম পাপীদের সর্ব্বস্ব ধন, (এ নাম আমাদের নিজস্ব ধন)।

পুরাণ আদি করে তন্ত্র, শাস্ত্রেতে না পায় অন্ত, পাপীদের দশা দেখে এ নাম কল্লেন বিতরণ ; ঐ দেখ তবু নামের হয় না সীমা রে, এ নাম হৃদয়ে না হয় ধারণ ॥ ২১৮।

তোরা কে যাবি রে আয় রে ভাই, সবে মিলে প্রেমধামে যাই।

তথায় প্রেমময়ের প্রেমমুখ, এস দেখে সবে প্রাণ জুড়াই।

পাপের মোহিনী মায়ায়, বদ্ধ হইয়ে সবাই, কত কাল আর থাক্‌ব বল ভুলিয়ে মায়ায় ;

এস প্রেমভরে কেঁদে কেঁদে, এস সবে তাঁর পায় লুটাই।

পাপ তাপ সমুদায়, কিছু নাহিক তথায়,

নিত্য প্রেম নিত্য শান্তি বিরাজে যথায়; ঐ শোন্ প্রেমময় ডাকিতেছেন, এস ব্যাকুল হয়ে ধাই সবাই ॥ ২১৯

তোরা আয় রে পুরবাসিগণ, আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন।

তোদের ব্রহ্মধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিত পাবন।

ভবের মেলায় ধূল্ খেলায় কাটাস্ নে জীবন রতন।

তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে সফল হবে জীবন।

তোদের কাঙ্গাল হেরে রইতে নারি এসেছেন কাঙ্গাল-শরণ।

চল ডঙ্কা মেরে ভব পারে সবে করিগে গমন।

ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।

এস সবে মিলে ভক্তিভরে পূজি ঐ অভয় চরণ ॥ ২২০

মধুর ব্রহ্মনাম, তোরা বল্ রে পুরবাসিগণ।

একবার হৃদয় ভয়ে বল্ রে।

ব্রহ্মনামের গুণে থাকবে নারে ও ভাই শমনের ভয় রে।

একবার পেলে পরে ব্রহ্মানন্দ ও ভাই তুচ্ছ হবে বিষয় কাম।

তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে শীতল হবে পরাণ ॥ ২২১

দয়াময় বল্ রে দিন যায় বয়ে।

ওরে দিন যায় বয়ে রে তোর সময় যায় বয়ে।

ওরে এ ভব সংসারের মাঝে দীনকাণ্ডারী নেয়ে।

ঐ মহাপাপী যারা ছিল, দয়াল নামের গুণে তরে গেল ॥ ২২২

আড়লে সুর।

আমায় দেও হে নাথ তোমার ঐ চরণ।

পারি না যে এ পাপ জীবন করিতে বহন।

প্রেমামৃত হাতে লয়ে, হৃদয়দ্বারে দাঁড়ায়ে; ডেকেছ প্রতি সময়ে, করি নাই শ্রবণ (ও গো পিতা)।

চরণতলে পড়ে থাকি, পদধূলি গায়ে মাখি; পাপতাপ দূরে রাখি, জুড়াই গো জীবন, (ও গো পিতা)।

রাজা তুমি আমার পিতা, শুনেছি জেনেছি গো তা; শুন মোর এ বারতা, করি গো ক্রন্দন, (ও গো পিতা)।

তুমি পিতা অনুদিন, করেছ কত যতন, ভাবি তাই মনে মনে, অনাথশরণ, (ও গো পিতা) ॥ ২২৩ ।

রাগিণী ছায়ানট।—তাল তিয়ট।

দীননাথ কর করুণা।
এ দুঃখ আর প্রাণে সহে না।
কে আর করিবে দয়া তুমি বিনা।

ডাকি হে কাতরে, পড়িয়ে বিপদ সাগরে, দরশন দিয়ে নাশ পাপ যাতনা।

পাপ বিকারে, আছি অচেতন হয়ে, কৃপাবারি দানে ঘুচাও মনোবেদনা ॥ ২২৪ ।

আড়ানে সুর।

প্রকাশ যদি হৃদি কন্দরে।

আমি তবে জানি নাম চিন্তামণি, কৃপাময় করুণানিধি।

তোমার গ্রামে গ্রামে নাম চিন্তামণি, কৃপা-ময় করুণানিধি।

এবার পাপীকে তরাতে হবে, অতএব ডাকি নিরবধি।

তুমি পঙ্গুরে লঙ্ঘাও আকাশ, তুমি বামন জনে চাঁদ ধরাও নাথ; তুমি গোষ্পদের ন্যায় পার কর হে, কি ছার মধ্যে ভবনদী ॥ ২২৫ ॥

কি বলে তাঁর দিব পরিচয়।

সে যে দয়ার চন্দ্র প্রেম-জলধি, দেখলে নয়ন শীতল হয়।

কোটিসূর্য্য এক করিলে তুলনা যাঁর নাহি হয়,

সে যে অনন্ত আকাশ পূর্ণ আশ্চর্য্য আলোক-ময়॥ ২২৬।

অষ্টত্রিংশ সাম্বৎসরিক নগর সঙ্কীর্ত্তন।

তোরা আয় রে ভাই! এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।

কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন, পাপ তাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন।

দিতে পরিত্রাণ করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ; খুলে মুক্তির দ্বার, সকলেরে করেন আবাহন; সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত, তথায় দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী সকলে সমান।

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি, নাহি জাতি বিচার।

ভ্রম কুসংস্কার, পাপ অন্ধকার, বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্ত্যে আইল, কে যাবি আয় বিনা মূলে ভবসিন্ধু পার; তোরা আয় রে ত্বরায়, এবার নাই কোন ভয়, পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।

একান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার, সংসারের মিছে মায়ায় ভুল না রে আর।

চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ নাই, দীননাথের লইগে শরণ; হৃদয় মাঝে হৃদয়নাথে কর দরশন; ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা, প্রভুর কৃপাগুণে অনায়াসে যাবে ব্রহ্মধাম ॥ ২২৭ ॥

ঊনচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

দয়াময় নাম, বল রসনা অবিশ্রাম, জুড়াবে প্রাণ নামের গুণে।

জীবের ত্রাণ, সুখ শান্তি ধাম, তাঁর চরণে; বল কে আছে আর, করিতে পার, সেই দীন-কাণ্ডারী বিনে।

সেই দীননাথ পাপির গতি কাঙ্গালের জীবন, নিরুপায়ের উপায় তিনি অধমতারণ: দিনান্তে নিশান্তে কর তাঁর নাম সংকীর্ত্তন; নামে মুক্তি হবে, শান্তি পাবে, যাবে আনন্দ ধামে।

সুধামাখা দয়াল নাম কর রে গ্রহণ, পাপির দুঃখ দেখে এ নাম পিতা করেছেন প্রেরণ, থাক চিরদিন ভক্ত হয়ে, এ নাম রাখ গেঁথে হৃদয়ে, ছেড়না রে; স্বর্গের সম্পত্তি এ ধন রেখ অতি যতনে।

দেখ দেখ চেয়ে দেখ পিতা দাঁড়ায়ে দ্বারে, ডাক্‌ছেন মধুর স্বরে, স্নেহভরে, প্রেমামৃত লইয়ে করে; পিতার শান্তি-নিকেতনে যেতে, এসেছেন আমাদের নিতে, চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি করি বদনে।

মুখে দয়াল বল দীন দুঃখী ভাই সবে মিলে, সেই মধুর নামে পাষাণ গলে, প্রেমসিন্ধু উথলে ; এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপির অবলম্বন, এ নাম নগরবাসি ঘরে ঘরে গাও আনন্দ মনে ॥ ২২৮ /২৩১

দ্বিতীয় ভাগ।



রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল।

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে; তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়ে, সেই পায় অচল শরণ।

এক প্রথম তেজ সেই—একেরি অসংখ্য কিরণ কতই মঙ্গল, জ্ঞান, ধরম, প্রীতি, কান্তি, ছায় ভুবন।

গায় তাঁহারে সপ্ত লোক, মধ্যে সেই বিশ্বা-লোক, অন্ত কেহ নাহি পায়;

যাচি চরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা-আনন্দ, আর কার দ্বারে যাব, তুমি সবার দারিদ্র্য ভঞ্জন॥ ২২৯॥

রাগিণী ইমন-কল্যাণ—তাল চৌতাল।

তাঁরে ভজ ভজ রে মন সেই আদি-দেব ভুবন-নাথ পরম পুরুষ পরমেশ্বর একায়নে।

ভক্তি যোগেতে পূজ্ অবিরত মোক্ষ-সেতু পাপ-দমনে।

পবিত্র-হৃদয়ে মোহন-স্বরে গাও সতত সেই জন্ম মরণ রহিত সনাতনে ॥ ২৩০।১৫৫

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

তোমারি এ রাজ্য ধন-ধান্য-পূর্ণ শোভাময়, তোমার মহিমা গায় সকল ভুবন।

সুভগ সুরম্য সুশোভন যথা দেখি, সবে, পরমাশ্চর্য্য মঙ্গল-সাজে সজ্জিত কেমন।

প্রফুল্লিত কানন, গিরি নদী সাগর,
অযুত অগণ্য লোক, সকলই তোমারি।

ধন্য পরম কারণ, ধন্য জগতপতি, বরষিছ অবিরত প্রাণ ধন জীবন সুখ অতুলন ॥ ২৩১।১৫৬

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

বহিছে কৃপা-পবন তোমার, যার হিল্লোলে দুখ পলায়, সুখ-সাগরে তরঙ্গ উঠে।

মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত, প্রেম-কুসুম ফুটে।

সেবিয়ে করুণা-বাত, সুখেতে নিশা প্রভাত, মুক্ত হইয়ে মন উৎসব ছুটে।

কেবলি তাঁরি গুণে জীবন ধরে আছি, নহিলে হৃদয় টুটে॥ ২৩২।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।

তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।

দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা, প্রতি-ক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা।

তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী॥ ২৩৩।

রাগিণী ললিত তাল সওয়ারি।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দেও হে।

রবি শশী তারা শোভে না আমার কাছে, যদি হারাই তোমারে।

কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে, কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই॥ ২৩৪

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

দেখা দেও আঁখি-রঞ্জন হৃদি মাঝে হৃদয়েশ! প্রেম-জনন প্রসন্ন বদন হেরি নিমেষ।

নরনারীগণ আনন্দ অন্তরে, যশ-তৌম্বুর তব হে মহেশ ঋংকারে, অবিরত দশ দেশ।

শুদ্ধ-সত্ত্ব হিরণ্ময় মানস আসন পাতি তোমারে দিব পরমেশ।

ভক্তি-চন্দনে চর্চ্চিব চরণ, প্রেমের হারে বাঁধি তোমারে, পালিব তব আদেশ। ২৩৫

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

পাপে তাপে বিকলিত মনঃ শীঘ্র সন্তাপ নাশো।

মোহাচ্ছন্নে হৃদয়গগণে প্রেম-সূর্য্য প্রকাশো!

অজ্ঞানান্ধে বিতর সুমতি, তার দুঃখী অনাথে;

আপদ্ সম্পদ সকল সময়ে থাক ভক্তের সাথে। ২৩৬। ১১৫

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

এক দিন যদি হবে অবশ্য মরণ।

তবে কেন এত আশা এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।

এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ,

ধূলিসার হবে তার মস্তক চরণ।

যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ,

কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ।

অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,

দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ। ২৩৭।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

ওহে দীননাথ! কর আশীর্ব্বাদ, এই দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানে।

যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা, সত্যের মহিমা জীবন মরণে।

তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি, চিরভৃত্য হয়ে রব আজ্ঞাকারী; নির্ভয় অন্তরে, বলব দ্বারে দ্বারে, মহা পাপী তরে দয়াল নামের গুণে।

অকপট হৃদে তোমারে সেবিব, পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব; যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে, তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক এ জীবনে।

নিত্য সত্যব্রত করিব পালন, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন, ভয় বিপদ কালে, ডাকব পিতা বলে, লইব শরণ ঐ অভয় চরণে॥ ২৩৮।২৮৩

— —

রাগিণী মূলতান—তাল আড়া।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথা॥
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম;
আমি পাপী তৃণ সম কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহা পাপী
জনে; লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়;
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে, বল
করে কেশে ধরে দাও চরণে আশ্রয়। ২৩৯। ১/১০

রাগিণী—তাল জৎ।

কেমনে বলিবি রে মন পিতার প্রাণ
কঠিন, মুখ পানে কে চাহিল দেখি তোরে
দীন হীন।

যাঁহতে পালিত হলে, আগেই তাঁকে ভুলে গেলে; তিনি সর্ব্বদা রাখিলেন তোরে না ভুলিয়ে কোন দিন।

যত যাও তাঁরে ছাড়িয়ে, ততই তিনি সঙ্গী হয়ে; প্রেম ভরে, স্নেহ ক্রোড়ে, লয়ে রাখেন চিরদিন।

যখন পথ হারা হয়ে, কাঁদ বিপদে পড়িয়ে, অমনি অনাথ-নাথ ত্বরা আসি, চখের জল করেন মোচন। ২৪৩।

সংকীর্ত্তন।

প্রাণ আকুল হল।

না হেরে সেই প্রাণসখারে, মন যে কেমন করে; প্রকাশিব কেমনে বল।

আমি সহিয়ে অনেক দুঃখ, চেয়ে আছি তব মুখ, আশা মনে পেয়ে দরশন, দুঃখ পাশরিব হে। হায় সে দিন কবে হবে নাথ; করি দয়াল

নাম সঙ্কীৰ্ত্তন, আনন্দে হব মগন, প্রেম ধারা নয়নে বহিবে, তাপিত হৃদয় শীতল হবে হে।

সদা বিরলে তোমার সনে, রহিব মগন ধ্যানে, রূপ হেরি জুড়াব নয়ন ; (অপরূপ রূপ মাধুরী হে) অনিমেষ নয়নে।

নামামৃত পান করি, প্রেমানন্দে বিভাবরী ভক্তি ভাবে সেবিব চরণ ; মনের আশা পূর্ণ করে হে। (সকল পরি হরি হে)

দয়াময় ! সেই বিচিত্র মূরতি, যাহা জনমিয়ে কভু দেখি নাই নাথ ! বড় সাধ মনে হে ; (প্রাণ ভরে হেরি) আমি অপরাধী পাপেতে মলিন, পাপাক্ষ নয়নে হেরিব কেমনে হে।

তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু আশা পূর্ণ কর হে, দেখা দিতে যে হবে ; (পাপী উদ্ধারিতে দেখা দিতে যে হবে)

তোমার অদর্শনে, (পিতা পাপীর দিন কি এমনি যাবেহে) বাঁচি কেমনে, আর নাহি সুখ

এ পাপ জীবনে, তোমা বিনে সকলি আঁধার হে; ও হে জীবন মরণ সম, আছি নাথ চির দিন হে, কোথায় গিয়ে জুড়াব হৃদয় হে, আর সহেনা কাতর প্রাণে, দয়াকর দীনজনে, দেখা দিয়ে পুরাও বাসনা, আর কিছু চাহিনা নাথ! এই পাপ জীবনে কবে দেখা দিবে হে বল। ২৪১।

দয়াকর দীনবন্ধু দিন যায় যে চলে, গতি কি হইবে।

হল না ভজন সাধন, বিফলেতে যায় হে জনম, হে নাথ অধমতারণ; গেল চিরকাল করিতে ক্রন্দন, হায় কি করিলাম এসে এ ভবে।

দেবতার বাঞ্ছিত ধন, পিতা তব শ্রীচরণ, অতি সাধনের ধন; চির কলঙ্কী মহা পাতকী সে চরণে স্থান কেমনে পাবে।

হীনমতি নীশাচয়, কুটিল কপটহৃদয়, চিনিলে

না তোমায় ; করে বারম্বার প্রবঞ্চনা, এখন অপরাধে মরি ডুবে। ২৪২।

বড় আশা করে, তোমার দ্বারে এসেছি ওহে দয়াময়।

প্রভু তুমি পতিতপাবন, নিলাম চরণে শরণ, যেন এ দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

এই সংসার-প্রলোভনে, কাঁপে প্রাণ নিশি-দিনে, তাইতে এসেছি এখানে (হে) ; অভয় চরণ দানে এদিনে কর অভয়।

আমি চাই না হে ধন মান, চাই না যশ অভিমান, কর যোড়ে করি নিবেদন (হে) ; যেন এ দিনে শ্রীচরণে পায় আশ্রয়। ২৪৩।

একটি ভিক্ষা আজ দিতে হবে হে আমায়, দীনবন্ধু হে।

ঐ অভয় চরণ, পেতে আকিঞ্চন, নিয়ে করব হে হৃদয়ের ভূষণ ; নিত্য ভক্তি জলেতে ধোব, নয়ন ভরে দেখিব, বাসনা হে ; বল্‌ব কৃতার্থ করেছেন আমায় দয়াময়।

কি স্বদেশে কি বিদেশে, নিয়ে রাখ্‌ব হে হৃদয়ে গেঁথে ; পাপ যন্ত্রণা দূরে যাবে, বিপদ্‌ সম্পদ হবে, দীননাথ হে ; তুমি কৃপা করিয়ে একবার হও সদয়। ২৪৪।

একবার এসহে ও করুণা সিন্ধু, ব্যাকুল হয়ে ডাকি তোমারে।

তোমাবিনে পতিত পাবন, পাপীর গতি নাই আর এ সংসারে।

ওহে অগতির গতি তুমি, হৃদয়বিহারী, সুধা-নিধি ক্ষুধার অন্ন পিপাসার বারি ; কাতর প্রাণে যে ডেকেছে পেয়েছে তোমায়, তবে কেন বঞ্চিত নাথ, তবে কেন বঞ্চিত কর আমারে।

তুমিতো কৃপা-কল্পতরু। দেখা দিতে হবে হে (আমি অধম বলে) ওহে হৃদয়ে জেনেছি আমি, অধম জনার গতি তুমি, (পাপীর গতি নাই আর) তুমি আপনি লোকের গুরু হয়ে, পাপীর হৃদয় আপনি দাও ফিরাইয়ে, এমন কেবা জানে হে ; (পাপী তরাইতে) ওহে নাথ তোমার প্রেমসিন্ধু, জীব যদি পায় তার এক বিন্দু, সেই বিন্দু হয়, সিন্ধু প্রায়, তরঙ্গেতে পাপ পুঞ্জ ভেসে যায়, পাপ রয় না রয় না। (তোমার কৃপা হলে) ওহে কলুষ বাড়বানলে তাপিত হৃদয় মম হে, হৃদয় জ্বলে যায় হে ; (পাপানলে) দাও হে পদপল্লব আশ্রয় হে, হৃদয় শীতল করি নাথ। (চরণ পল্লবের ছায়ায়) আমি দেখিলাম অনেক করে, শান্তি নাই এ সংসারে, তুমি মাত্র শান্তির আলয় হে ; শান্তি কিছুতেই মিলে না। (ধন্ বল সম্পদ বল) অধম বলে করিলে ঘৃণা ছাড়ব না তোমায়, চরণ দিয়ে নিস্তার নাথ, চরণ দিয়ে নিস্তার ভব দুস্তারে। ২৪৫ ।

পতিত পাবন দয়াল নামে জুড়ায় জীবন। যেন অন্তরে সহস্র ধারে, করে সুধা বরষণ।

সেই নামামৃত লোভে, যোগীজন ভক্তি যোগে, মনের অনুরাগে করে কঠোর সাধন; তারা ত্যজিয়ে বিষয় বাসনা, সার করে সেই নিত্য ধন। (সকল ছেড়ে)

যে নাম সাধনের বলে, অপার আনন্দ মিলে, স্মরণেতে পাপতাপ করে হে হরণ; কর আ-নন্দে দুবাহু তুলে, দয়াময় নাম সঙ্কীর্ত্তন।

ডাক তাঁরে প্রেমানন্দে, প্রাণভরে মনের সাধে; পিতা দয়ালের চরণারবিন্দে, কর প্রাণ সমর্পণ (এজনমের মত)। ২৪৬।

ও দিন গেল দয়াল বল না মনোরসনা।
দয়াল নাম সাধন হলে শমন ভয় আর রবে না।

ওরে শোন্ রসনা সমাচার, দয়াল নামটী

কর সার, যদি ভবে হবে পার; আর মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে, কুপথগামী হইও না।

ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয় ও মন কেহ কার নয়; মিছে আমার আমার আমার বল, আমার কে তা চিন্‌লে না॥ ২৪৭।

চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

নগরসঙ্কীর্ত্তন ১৭৯১ শকঃ।

ডাক দীনবন্ধু বলে, হৃদয় খুলে, ভাই সকলে মিলে; বৃথা দিন যায় চলে, (রে) আর থেক না সেই সুহৃদে ভুলে। বেঁচে আছ যাঁর কৃপা বলে।

মোহনিদ্রা পরিহরি কর দরশন, পিতার দয়া-গুণে কত পাপী পাইল জীবন; আর বিলম্ব কর না, এমন দিন আর হবে না, চল ধরি গিয়ে পুণ্যময়ের চরণ কমলে।

উঠে দেখ ওহে ভারতবাসিগণ, করে জগৎ আলো প্রকাশিল, ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র কিরণ ;

প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য নিকট হল, ত্বরায় চল চল, সময় বয়ে গেল, তথায় প্রেমময়ে হেরি প্রাণ জুড়াই সকলে।

যদি চাহ রে পরিত্রাণ এ পাপ জীবনে, তবে ব্যাকুল হয়ে ডাক সেই দীনশরণে ; অগতির গতি তিনি পতিতপাবন, ভক্তের প্রাণধন, বিপদ ভঞ্জন, দেন দরশন কাতর প্রাণে পাপী ডাকিলে।

দয়াময় নাম, করিয়ে কীর্ত্তন, চল যাই আনন্দ ধামে, (রে)। এ সংসারের মাঝে, দয়াল নাম বিনে আর কি ধন আছে ; যে নামের গুণে, হয় প্রেমোদয় পাষাণ মনে, তা কি জান না রে, সে নামের যে কত মহিমা।

কর সাধন, ব্রহ্মেরি চরণ, যাতে পাবে নিত্য শান্তি নিত্য ধন ; হৃদয় হবে রে নির্ম্মল, জনম

সফল, পাবে ধর্ম্ম বল ; পিতার করুণায় পাইবে নব জীবন ॥

করি মিনতি পায়ে ধরি, শুন ওরে ভাই ; থাকিতে সময়, লও রে আশ্রয়, পিতা দয়াময় মুক্তিদাতার চরণতলে। ২৪৮।

সদা দয়াল দয়াল দয়াল বলে ডাকরে রসনা ;
যাঁরে ডাকলে হৃদয় শীতল হবে যাবে যমযন্ত্রণা।

আপন আপন কারে রে বল, এসেছিলে ভবের হাটে মিছে দিন গেল ;

মোহ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে মিছে খেলা আর খেল না।

রবি স্থতে বাঁধবেরে যখন, কোথায় রবে ঘর দরজা কোথায় রবে ধন, তখন বন্ধু জনায় বিদায়দবে রে সাথের সাথি কেউ হবে না। ২৫।

দয়াল নামের যদি করেছ ভাই সুধা পান,
তবে থেক না মোহে আর অচেতন।

নামে পাতকী তরে যায়, অনন্ত জীবন পায়,
বল বল হে বদন ভরে সর্ব্বক্ষণ।

পাপে তাপে পুড়ে মরি, দেখ সব নর নারী, হাহাকার করিতেছে না দেখি উপায়; তুমি পাইয়ে দয়াল নাম, রবে রবে কি হয়ে বাম, পিতার করুণা বলিতে কি লজ্জা হয়।

এস সব ভাই মিলে, মহানন্দে প্রেমে গলে, দ্বারে দ্বারে গিয়ে করি দয়াল নাম কীর্ত্তন; পাপ যন্ত্রণা দূরে যাবে, তাপিত হৃদয় শীতল হবে, এ নাম শ্রবণে কীর্ত্তনে হয় পরি-ত্রাণ ॥ ২৪৯ ॥

দয়াময় নাম ভুল না রে মন, এনাম চির দিনের শান্তি ধন।

নামের কত মহিমা, আর কেহ জানে না, মহা

পাপীর পরিত্রাণে কিছু যায় জানা; পাপীর নয়ন ভাসে আশার জলে করিলে নাম উচ্চারণ। পাপীর হৃদয়ের ভার, কিছু থাকে নাক আর, ভক্তি ভাবে গলায় দিলে দয়াল নামের হার; পাপী আনন্দেতে ঊর্দ্ধ মুখে, করে এনাম আস্বাদন। নামের কত করুণা, কারেও ঘৃণা করে না, পাপী সাধুর ভেদাভেদ এনাম জানে না; সদা স্নেহ ভরে সম ভাবে, করে সবে আলিঙ্গন। ২৫০।

একচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

নগর সঙ্কীর্ত্তন ১৭৯২ শক।

ভাই চিরদিন, হয়ে পাপে মলিন রহিবে কেমনে। জনম সফল কর, কর রে এখন, প্রভুর চরণ সেবনে।

আর নিরুদ্দেশে কর না ভ্রমণ, দয়াময় নাম মহা মন্ত্র কর হে গ্রহণ, এই অনিত্য সংসারে, ভুলে

থেক না প্রাণেশ্বরে, হয়ো না বঞ্চিত নামামৃত সুধা রস পানে।

জীবনের মহাযোগ করহে সাধন, বিশ্বাস নয়নে ব্রহ্ম কর দরশন ; জীবে দয়া নামে ভক্তি কর এই সার, (ওরে মন আমার) সে শ্রীপদে ভক্ত হয়ে থাক অনিবার, (ওরে মন আমার) পিতার মধুর বাণী শুনে শ্রবণে, সেব আনন্দে তাঁহারে সবে সেব আনন্দে তাঁহারে কায়মনপ্রাণে।

এই প্রার্থনা দীন জনের হে দীননাথ ! যেন বিষয় রসে আমি ডুবিনে।

তুমি স্বর্গে রাখ বা নরকে রাখ হে, (তোমার যা ইচ্ছা তাই কর হে,) আমায় চরণ ছাড়া করনাক।

তুমি সুখেই রাখ বা দুঃখে রাখ হে,(তুমি যা কর তাই ভাল হে, শ্রীচরণে স্থান দিও। সে সুখ হতে দুঃখ ভাল হে, যে সুখেতে তোমায় ভুলি ।। ২৫১ ।

রাগিণী মল্লার—তাল আড়া।

কেন হে বিলম্ব আর সাজ সত্যের সংগ্রামে।
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে।

কর ব্রহ্মনাম ধ্বনি, কাঁপায়ে গগণ মেদিনী, বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে।

ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবল, কর সঙ্গের সম্বল, শান্তি-অসি করে ধরি বিনাশ রিপুগণে; লোকভয় পরিহরি, চল চল ত্বরা করি, প্রভুর আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে।

সাধিতে পিতার কাজ, পর হে সমর সাজ, বাজাও বিজয়ভেরী গভীর গরজনে; বিবেক নির্ম্মল হয়ে, বল অকপট হৃদয়ে, জীবের নাহি আর গতি, দয়াল নাম বিহনে॥ ২৫২।

এক বার দাঁড়িও এসে, ওহে ভবের নাবিক দীননাথ, ভবের কুলে সেই দিন হলে।

চরণ তরী দিও পেতে হে দেখে অসহায়, পাপীর তোমা বই কে আছে আর অকুলে।

চক্ষু হবে অন্ধ, কণ্ঠ হবে বন্ধ, তখন দয়াল নাম পারব না নিতে; মৃত্যু যন্ত্রণায় ভুলে যাব তোমায়, যেন তাই বলে দয়াময় থেক না ভুলে॥ ২৫৩।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয়, আছে তোমা-হতে কে সংসারে।

পিতা মাতা জায়া, তনয় তনয়া, আরে এত দয়া কে করিতে পারে।

করুণার নিধান বিভু তুমি হে, কত না করুণা করিলে পাপীরে।

সুখসাধন এই শরীর মন, করুণার নিদর্শন নাথ তব।

গ্রহ তারক মণ্ডিত নীল নভ, ধন ধান্য ভরা রমণীয় ধরা ; সুগভীর তরঙ্গিত নীরনিধি, হিম রঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি ; সকলে পুলকে সম তান ধরি, করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে ॥ ২৫৪ ।

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল একতালা।

মন চল নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।

বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেহ নয় আপন, পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে।

সত্য পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ, সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে ; লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ, পরম যতনে রাখ রে প্রহরি, শম দম দুই জনে।

সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থ ধাম, শ্রান্ত হলে তথায় করিবে বিশ্রাম, পথ ভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ, সে পান্থ নিবাসিগণে; যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও "দোহাই রাজার, সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে॥ ২৫৫ ॥

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে। মিলে বন্ধু-গণে, প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভক্তি কমল লয়ে, করেন অঞ্জলি দান বিভু চরণে।

তরুণ ভানু কিরণে, প্রভাত সমীরণে মেদিনী অনুরঞ্জিত নবজীবনে; প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্ম নাম গান করে, আনন্দে মগন হয়ে পিতার প্রেমে।

উৎসব মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ, করেন বিরাজ রাজ সিংহাসনে; মরি কি সুন্দর

শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্য প্রভা, কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে।

স্নেহময়ী মাতা হয়ে, পুত্র কন্যাগণে লয়ে, বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দ ধামে; নিমন্ত্রণ করি সবে এনেছেন মহোৎসবে, বিতরিতে প্রেম অন্ন ক্ষুধিত জনে॥ ২৫৬।

রাগিণী মূলতান—তাল ঠুংরি।

কর সদা দয়াময় নাম গান। শীতল হবে রসনা জুড়াইবে প্রাণ।

ঘুচিবে হৃদয় ভার, আনন্দ পাবে অপার, রসাল দয়াল নাম অমৃত সমান।

বিষম সংকট কালে, যে ডাকে দয়াময় বলে, ভয় তাপ যায় চলে দুঃখ হয় অবসান॥ ২৫৭॥

আহা কি শুনিলাম, মধুর দয়াল নাম নাম,

শুনে প্রাণ জুড়াল রে; ভয় তাপ দূরে গেল আশা হইল অন্তরে।

দীন হীন কাঙ্গাল জনে, যাবে পিতার পুণ্য ধামে, সেই নামের গুণে; শুনে আনন্দ ধরে না মনে, পিতার দয়াল নামে পাপী তরে।

অনাথ নিরুপায় বলে, স্থান দিবেন চরণ তলে, আমাদের সকলে; আহা এমন দয়া কে করে আর, পাপী অধম জনে ত্রিসংসারে।

যাদের কেহ নাই সংসারে, দুঃখী বলে দয়া করে, চেয়ে দেখে ফিরে; দয়াসিন্ধু দীনবন্ধু পিতার নাকি বড় দয়া তাদের পরে। ২৫৮।

নূতন সংগীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

কাতরে কর নাথ দয়া, আছি আশাপথ চেয়ে।
থাকিব আর কত দিন, বল নিঃসম্বল হয়ে।
পিতৃহীনের পিতা তুমি, মাতৃহীনের জননী,
প্রকাশ আশ্বাস বাণী ; এ শোক ভগ্ন হৃদয়ে।
করেছ কত করুণা, প্রাণ থাকিতে ভুলিব না,
এখন এই কামনা ; স্থান দাও চরনাশ্রয়ে ॥ ২৫৯॥

রাগিণী বিভাস তাল আড়া।

আর কেন বৃথা দিন করি হে হরণ।

যদি জেনেছি ভাই, পরিত্রাণ নাই বিনা সে সুহৃদ পতিতপাবন।

শান্তি ছাড়ি কেন অনিত্য কারণ, রাশি রাশি কতই পাপ করি অনুক্ষণ, একবার গদ গদ মনে, প্রভুর চরণে,কৃতাঞ্জলি পুটে লইগে শরণ ॥২৬০॥

রাগিণী বিভাস।—তাল আড়া।

অতি কাতরে করি নাথ এই নিবেদন।

পাপ/যন্ত্রণায়, দুঃখের/ সময়, ডাকিলে যেন পাই দরশন।

চিরদুঃখী করে রাখ তাহে ক্ষতি নাই, অভয় পাদে দিও স্থান এই ভিক্ষা চাই; আমি সকল সইতে পারি, তোমার মুখ হেরি, বিচ্ছেদ বেদনা না হয় সম্বরণ।

হৃদয়বাসী পিতা তুমি জান সমুদয়, কত দুঃখ কষ্টে আমার দিন গত হয়; এখন বল কেমন করে, থাকি ধৈর্য্য ধরে, না দেখে তোমার প্রসন্ন বদন॥ ২৬১।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর।

ইচ্ছা হয় ঐ চরণতলে পড়ে থাকি অনিবার।

কোথায় শুনিব আর এমন মধুর নাম, কোথায় পাইব আর এমন আনন্দ ধাম।

সংসারের প্রলোভন, স্মরণ হইলে প্রাণ, ভয়েতে আকুল নাথ হয় যে আবার; রাখ ক্রীত দাস করে, একেবারে এ পাপীরে, নিয়ত ব্রহ্ম উৎসব কর হৃদয়ে আমার।

এনেছিলে সমাদরে, সবে নিমন্ত্রণ করে, অপার আনন্দ শান্তি করিলে বিস্তার; বরষিলে অবিশ্রান্ত, পবিত্র চরণামৃত, পাইল জীবন কত সন্তান তোমার॥ ২৬২।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়া

অনন্ত কালসাগরে সম্বৎসর হল লীন।
নববর্ষ সমাগত করিতে জীবে শাসন।
যমদণ্ড লয়ে করে, আসিতেছে ধীরে ধীরে,
কে জানে কখন কারে করিবে কেশাকর্ষণ।

থাকহে প্রস্তুত হয়ে, পথের সম্বল লয়ে, কখন তাজিতে হবে এ ভব পান্থভবন।

মাস ঋতু সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার, নাহিক যথায় চল তথায় করি গমন; মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগে, কাল ভয় নিবারণে হৃদি মাঝে অনুক্ষণ ॥ ২৬৩।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়া।

করুণা কেন হে পিতা পাপী জনে কর এত।
যথা যাই, তথা পাই, সুখ শান্তি কত মত।
অকৃতজ্ঞ মম চিত,সদা দুষ্টপথে রত; তোমাকে করে না প্রীতি, এ কি রীতি বিপরীত।

কেহ যার নাহি সংসারে, আপন বলে যত্ন করে, তারেও তুমি কোলে করে, পালিতেছ অবিরত ॥ ২৬৪।

কি আর বলিব নাথ, থাকিব তোমার সাথ, রাখ হে অনাথের নাথ চরণে।

যাঁরা সব সরল ভক্ত, তাঁরা সব হবে মুক্ত, আমি নাথ মরি ভববন্ধনে ॥

পাপেতে আছি ডুবে, পরিত্রাণ পাব কবে, কবে নাথ চাহিবে কাঙ্গাল পানে: তোমার দয়াল নাম কণ্ঠে ধরে, যাব হে ভব পারে, এই বল দেও অধম সন্তানে। ২৬৫ ॥

রাগিণী টোড়ী —তাল চৌতাল।

দীননাথ, প্রেমসুধা দেও হৃদে ঢালিয়ে। তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে রাখে কে নিবারিয়ে ॥

তব প্রেম নীরে, আহা শুষ্ক তরু মুঞ্জরে, উৎস যত উৎসারিত মরু ভূমি প্রস্তরে।

অমৃতাধার মুক্তিজনক, সেই প্রেম জানিয়ে, যাচি নাথ বিন্দু তার, শোকদগ্ধ অন্তরে।

সংসার ঘোর ছাড়ি, আর বিপদ জাল কাটিয়ে, জুড়াব প্রাণ পরম সখা, তোমার প্রেম পাইয়ে। ২৬৬ ॥

রাগিণী পরজ।—তাল আড়াঠেকা।

কারণ সে যে, তাঁর ধ্যান কর ;
তিনি জগতের পিতা মাতা।
হইবে মঙ্গল তাঁহারে সাধিলে জানিলে,
যদি জানিবে, কর সাধু সঙ্গ একান্তে। ২৬৭ ॥

রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল।

হো! ত্রিভুবনাথ! স্মরণে হয় আনন্দ! ভব সেতু-ধর পরম কারণ।

জগন্নাথ জগদীশ জগতগুরু, জগজন হিতকারণ, হে পাবন, ভক্ত বৎসল, ভবতারণ। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, পতি, সুরপতি, অতি জ্যোতি-

র্ম্ময় আনন্দ রূপ ; তব প্রতাপ কোথায় না হয় স্মরণ, সর্ব্বলোক প্রতিপালন। ২৬৮ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

জনম এমন বৃথা চলে গেল।

মোহে অন্ধ হইয়ে কত আর থাকিবে বল।

চারি দিনের সুখেরই কারণ, ভুলিয়ে গেলে সেই প্রাণ সখারে ; এখন নাহি চেতন, এত অচেতন।

ক্ষণ ভঙ্গুর সংসার তরে ছেড়োনা অমৃতে ; এ সব কোথায় যাবে এক পলকে। প্রলোভন এমন কি আছে যাতে ভোলো জীবনের সার ধনে, সকল অভাব ঘুচে যে ধনে মিলিলে। ২৬৯ ॥

মধু কানের সুর।

কাঙ্গালের ধন কোথা তুমি। একবার এসে দেখ প্রভু, যে দুখে দিন কাটাই আমি।

অহরহ মরি জ্বলে, হৃদয়ের পাপানলে, জানাতে না পারি বলে, জান সকল অন্তর্যামি।

যে ধনের কাঙ্গালী হয়ে, ফিরিতেছি চেয়ে চেয়ে, বল্‌তে গো বিদরে হিয়ে, জান্‌ছ সকল অন্তর্যামি।

কাঁদিতেছি ফিরে ফিরে, অথচ আছ অন্তরে, দেখিতে না পাই ঘরে, কোথায় ওহে হৃদয়স্বামী।

থাকি আমি যে করে, আমার এই শূন্য ঘরে, অন্যে কি জানিতে পারে, জান কেবল অন্তর্যামি। ২৭০॥

সংকীর্ত্তন।

সদা অভিলাষ এই করি হে মনে, তব চরণারবিন্দ মকরন্দ পানে! (আশা পূর্ণ করে হে)

প্রেম সিন্ধুনীরে মগ্ন থাকি অনুক্ষণ, অনিমেষে

নিরখী ঐ প্রেম চন্দ্রানন, (প্রাণ জুড়াই রূপ হেরি তোমার হে)।

ভক্তিরসামৃত পিয়ে হৃদয় ভরিয়ে, দিবানিশি ভুলে থাকি তোমারে লইয়ে। (প্রেমানন্দে মেতে, হিয়া মাঝে) (ওহে, নামরসে ডুবে)। ২৭১ ॥

দয়াল বল জুড়াক হিয়ারে। দয়াল বল জুড়াক্।

যাতনা সহেনা প্রাণেরে।

পাপে তাপে প্রাণাকুল রে।

বিষয় বিষে অঙ্গ জ্বলে রে।

কারও কথায় ভুল নারে, (ভুলাতে অনেক আছে।)

মুদলে আঁখি সকল ফাকি রে।

কেউ সঙ্গে যাবে নারে।

নাম বিনে আর কি ধন আছে রে।

তাপিত হৃদয় শীতল কর রে।

জীবনের সম্বল সে নাম রে।
অন্তিম কালের ধন ঐ নাম রে।
সকল দুঃখ দূরে যাবে রে। ২৭২ ॥

দয়াল বল না ওরে রসনা। সে নাম বল্‌বার এইত সময় বটে। সদা আনন্দে বদন ভরে।

ও মন এখন যদি, যদি না বলিবে, তবে শেষের সে দিন কি হইবে (একবার দেখ ভেবে।)

ও সেই দয়াল নামে, নামে কতই সুধা, যে নাম পিতে পিতে বাড়ে ক্ষুধা।

দয়াল বলিলে আনন্দ হবে, ওরে মনের আঁধার দূরে যাবে।

অনিত্য সংসারে ভুলে থেক নারে, গাও দয়াময় ভক্তি ভরে (দিবানিশী।)। ২৭৩ ॥

তাই ভাবি হে মনে কেন অকারণে পাপী জনের প্রতি এত করুণা।

তোমার কৃপায় ধরি হে জীবন, তবু তোমায় করি অবমাননা।

তোমারি অন্নেতে শরীর পোষণ, তোমারি জলেতে তৃষ্ণা নিবারণ, তবু তোমার দয়া না করি স্মরণ, এত পাপী জনেও ঘৃণা কর না।

এতই যদি দয়া কর অকারণ, নিজ গুণে একবার দেও দরশন, আর যেন তোমায় না হই বিস্মরণ, এই ভিক্ষা দিয়ে পুরাও বাসনা। ২৭৪ ॥

কতদিন দুখের নিশি প্রভাত হবে।

তোমায় দেখ-বো সবে।

সকল ভাই-ভগ্নী-মিলে, বসে তোমার চরণ তলে, প্রেমানন্দে সকলে; দেখব নয়ন ভরে প্রেম মুখ দেখে তাপিত হৃদয় শীতল হবে।

তোমার্ নাম কণ্ঠেতে ধরে, যাব লোকের দ্বারে দ্বারে,দেশ দেশান্তরে; ও সেই দেবের দুর্লভ্ মধুর্ নামে নামে শত পাপী উদ্ধারিবে। ২৭৫ ॥

প্রাণনাথ! কোথা হে দেও দেখা পতিত পাবন। নাথ আমি অতি দুর্ব্বল, আমায় কর গো সবল, কোথায় হীনবলের বল ; একবার পাপী বলে দয়া করে (আমার কেহ নাই ফিরে চাইতে) বাচাঁও এপাপ জীবন॥

পতিত পাবন নাথ, অনাথ শরণ।
গ্রামে গ্রামে নাম তোমার পাতকীতারণ।
অধম তরাও তুমি অধমতারণ ॥
বিপদ ভঞ্জন তুমি বিঘ্ন বিনাশন।
আজ তার হে এই দীনে, গতিহীনে।
ভজন পূজন (আমরা) কিছুই জানিনা শুনিনা
কি ক্ষণে নয়নে নয়নে ঐরূপ হেরিব।

ঐরূপ হেরি, (অপরূপ) আমরা জন্মের দুঃখ পাশরিব ॥

ঐরূপ হেরি (অপরূপ) মোদের নয়ন মন সব জুড়াইব ।

নাথ আমি দুঃখে দিন কাটাই, কাঁদিতেছি তাই, আমার কিছু কর গো উপায় ।

একবার দয়া করে ফিরে চেয়ে (আমার কেহ নাই) কর গো দুঃখ মোচন । ২৭৬ ॥

